বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
অষ্টবিংশতিতম খন্ড বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭

জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি

প্রতিমা পাল-মজুমদার*

১। ভূমিকা

'সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জন' বাংলাদেশের একটি জাতীয় লক্ষ্য। এই লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে দেশের আইন ও অন্যান্য জাতীয় নীতি এবং দলিলে। এই লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ দলিল জাতীয় সংবিধানে। এই লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায়। সম্প্রতি ঘোষিত PRSP'তেও এই লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ অনুমোদন করেও বাংলাদেশ এই লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট। কেননা সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবগুলোই যোগান দেওয়া সম্ভব জাতীয় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের মাধ্যমে। এই সত্যটি উপলব্ধি করে গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের নারীগোষ্ঠী জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের জন্য দাবী করে আসছিল। গত কয়েক বছরে এই বিষয়ের উপর বেশ কিছু গবেষণাও হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য এই বিষয়ের উপর বেশ কিছু সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনাও হয়েছে গত কয়েক বছরে। এই সমস্ত সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনার মাধ্যমে নারীগোষ্ঠী বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য দাবী করে আসছিল। এই লক্ষ্যে তারা দাবী করেছিল নারীর ক্ষমতায়ন ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য যথাযথ বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। সেমিনারে উপস্থিত নীতি নির্ধারকগণ বিশেষ করে দেশের পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আগামীতে জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় নারীর এই দাবীগুলো বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণ করা হবে।

নীতিনির্ধারকদের আশ্বাস এবং নারী সমাজের দাবী-দাওয়া গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান সমীক্ষাটি গ্রহণ করা হয়েছে। এইসঙ্গে প্রবন্ধটির আরও একটি উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা খতিয়ে দেখা।

১.১। তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি

গত তিনটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট হচ্ছে এই প্রতিবেদনের প্রধান তথ্য উৎস। জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি বিচার করার জন্য এই তিন বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন এই উভয় বাজেটেরই জেন্ডার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের একটি জরুরি বিষয় হলো কর ব্যবস্থা। বিদ্যমান কর ব্যবস্থা নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার অসমতা দূরীকরণে

*সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।

কতটা অবদান রেখেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য গত তিনটি অর্থবছরের বিভিন্ন tax incentive, tax rebate, tax holiday ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশেণ্ঢষণ করার জন্য বিচার করা হয়েছে উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান জেন্ডার সমতা এবং নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন অর্জন করতে কতটা সমর্থ হয়েছে তার ব্যাপ্তি নিরূপণ করে। তবে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন সেমিনার এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দাবী গত তিন বছরের জাতীয় বাজেটে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তার ব্যাপ্তি একটি শক্তিশালী সূচক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে বর্তমান সমীক্ষায়।

মোট চারটি অংশের মধ্যে প্রবন্ধটির আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়েছে। প্রথম অংশে ভূমিকা এবং তথ্যের উৎস ও গবেষণা পদ্ধতি তুলে ধরেই দ্বিতীয় অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বিভিন্ন সেমিনার এবং কর্মশালায় তুলে ধরা নারীগোষ্ঠীর দাবীসমূহ। জাতীয় বাজেটে নারীগোষ্ঠীর দাবীর প্রতিফলন এবং জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতির ব্যাপ্তি নিরূপণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে প্রবন্ধটির তৃতীয় অংশে। চতুর্থ অংশে একটি উপসংহার টানা হয়েছে।

২। বিভিন্ন সেমিনার এবং কর্মশালায় তুলে ধরা নারীগোষ্ঠীর দাবীসমূহ

গত তিন বছরে অনুষ্ঠিত সেমিনার এবং কর্মশালাগুলোতে বিভিন্ন স্ড়রের নারী অংশগ্রহণ করেছেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দীর্ঘ অনুভূত সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার অসমতা দূরীকরণের জন্য নানা বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী করেন। নিম্নে তাদের দাবীগুলোর কিছু কিছু সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

নারীর সাধারণ দাবীসমূহ

- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে জাতীয় স্বীকৃতি দিতে হবে।
- জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্ড়বায়ন করতে হবে।
- জাতীয় সংসদে নারীর আসন সংখ্যা ১০০তে উন্নীত করতে হবে এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি আসনে নারী সদস্যদের নির্বাচন করতে হবে।
- কেবলমাত্র Safety net প্রকল্প কিংবা ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক কর্মসূচিতে নারীর উন্নয়ন সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশ গ্রহণ সহায়ক বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বাজেটে নারীর জন্য সরাসরি উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৭ শতাংশ করতে হবে।
- নারী লক্ষ্যভূত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্বাচনে এবং প্রণয়নে নারীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং নারীর প্রয়োজন সঠিকভাবে নির্ণয় করে নারী লক্ষ্যভূত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করতে হবে।
- দরিদ্র নারীর প্রয়োজন সঠিকভাবে নির্ণয় করে Safety net প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- নারী লক্ষ্যভূত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি নির্বাচনে এবং প্রণয়নে নারীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে।

- নারীর জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটীয় অর্থের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং দক্ষ বাস্তবায়নের জন্য নারী লক্ষ্যভূত প্রকল্প এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোর পরিচালক হিসাবে নারীকে নিয়োগ দিতে হবে।
- নারীর ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা ও নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস অপসারণের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর দাবী

- মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করতে হবে।
- নারী ছাত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- নারীর উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- তথ্য প্রযুক্তি খাতে নারীর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এই লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে প্রতিটি বালিকা বিদ্যালয়ে কম্পিউটার এবং ল্যাবরেটরী প্রদানের জন্য।
- নারীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারীর দাবী

- নারীর জন্য শুধুমাত্র প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নয়, সাধারণ স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে নারীর বৃত্তিয় স্বাস্থ্য সমস্যা, যার উদ্ভব হয়েছে গত কয়েক বছরে অধিক সংখ্যায় নারীর শ্রমবাজারে প্রবেশের ফলে, সমাধানের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করার জন্য গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের জন্য সব রকমের স্বাস্থ্য সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে এবং ঘরে ঘরে নিরাপদ প্রসব সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাজেটে ভ্রাম্যমান ক্লিনিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য কার্যকরী বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে নারীর দাবী

- কৃষিক্ষেত্রের জন্য গৃহীত বাজেটীয় বরাদ্দ এবং বাজেটীয় প্রণোদনা নারী কৃষকের দিকে প্রবাহিত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং পোল্ট্রি ও গবাদিপশু খামার উন্নয়নে কেবল নারীর জন্য কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- গার্হস্থ্য উদ্যান পরিচর্যায় নারী মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ খাতে কেবল নারীর জন্য বাজেটীয় বরাদ্দ রাখতে হবে।
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে জামানত মুক্ত এবং স্বল্প-সুদের ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাজেটীয় প্রণোদনা দিতে হবে।
- শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেওয়ার জন্য রাজস্ব এবং এবং উন্নয়ন এই উভয় বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- নারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বাজার সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নারী উদ্যোক্তাদের তথ্যক্ষেত্রে প্রবেশ নিশ্চিত ও সহজ করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান খাতে নারীর দাবী

- কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- মাতৃত্বজনিত ছুটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রে বাজেটারী প্রণোদনা দিতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সহায়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বাজেটারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- গণ-পরিবহণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং একে নারীর ব্যবহারোপযোগী করতে প্রয়োজনীয় বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জ্বালানি, পানি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে নারীর দাবী

- নারীর জ্বালানি সংগ্রহের ভার লাঘবের জন্য পলণ্টী অঞ্চলে সুলভে সিলিন্ডার গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে উন্নয়ন বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- বস্তি, গ্রাম ও শহরতলিতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- পলণ্টী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ এবং বস্তি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩। জাতীয় বাজেটে নারীগোষ্ঠীর দাবীর প্রতিফলন এবং জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি

৩.১। জাতীয় বাজেটে নারীগোষ্ঠীর সাধারণ দাবীগুলোর প্রতিফলন

গত তিনটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায়, উপরোক্ত দাবীগুলোর অতি সামান্যই পূরণ হয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীগোষ্ঠীর দাবীগুলো বেশ কিছুটা গুর্ত্ব পেয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে। যেমন নারীগোষ্ঠীর সাধারণ দাবীগুলো বেশ কিছুটা গুর্ত্ব পেয়েছে নীতিনির্ধারকদের কাছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও নারীগোষ্ঠীর দাবীর বেশ কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে। প্রবন্ধটির এই অংশের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে আসবে জাতীয় বাজেটে নারীগোষ্ঠীর দাবীর প্রতিফলনের ব্যাপ্তি এবং এইসঙ্গে বেরিয়ে আসবে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতির ব্যাপ্তি। কেননা নারীগোষ্ঠীর দাবীর প্রতিফলনের উপরই নির্ভর করছে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতির ব্যাপ্তি।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে জাতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্তির ব্যাপ্তি

নারীর সাধারণ দাবীগুলোর মধ্যে অন্যতম দাবী ছিল জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাকে জাতীয় স্বীকৃতি দিতে হবে। এই দাবীর কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায়। লক্ষ করা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের বিষয়টি মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় তুলে ধরছেন। আরও লক্ষ করা গেছে, উত্তরোত্তর অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় জেন্ডার বিষয়টি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় ঠাঁই পাচ্ছে। চলতি অর্থবছরে (২০১০-২০১১) মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিষয়টি কয়েকটি জায়গায় তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এই দাবীর প্রতিফলন ঘটেছে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নীতি নির্ধারকদের সচেতন করার জন্য গত কয়েকটি অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে।

গত তিনটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের লক্ষ্য, কৌশল, অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত, সেই খাতগুলোর জন্য প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রণোদনা, ভর্তুকি সহায়তা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ইত্যাদি সবগুলো বিষয় বিচার করলেও প্রকাশ পায় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. ২০২০-২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে উন্নত প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা;

২. স্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য অর্জন করা;

৩. আয়-দারিদ্র্য ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা;

৪. সবার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করা;

৫. সব মানুষের সক্ষমতা অর্জনের জন্য এবং সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য সুযোগ প্রদান করা;

৬. আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করা;

৭. সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা;

৮. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করা।

উপরোক্ত প্রতিটি লক্ষ্যই দারুণভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল। এই লক্ষ্যগুলো দিয়ে গত তিনটি অর্থ বছরের বাজেট বিচার করে একবাক্যে বলা যায় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। এমনিভাবে দেখা যাবে এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য যে কৌশলগুলো গ্রহণ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বাজেটে সেগুলোও অত্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল। যেমন: বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি সহ অবকাঠামোর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া, ব্যক্তি খাতে এবং রাষ্ট্রীয় খাতের অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership (PPP)) মাধ্যমে অবকাঠামোর উন্নয়ন, দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান করা, ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান করা, Safety net-এর আওতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি প্রতিটি কৌশল অত্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল। তাছাড়া নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গত তিনটি অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ঘোষণাগুলো দিয়েছিলেন সেগুলোর কার্যকারিতাও জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করছে। যেমন নিম্নের

ঘোষণাগুলো কার্যকর হলে অবধারিতভাবে বাংলাদেশ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

১. জাতীয় উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত করার ঘোষণা;

২. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করা এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের অঙ্গীকার এবং প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনাবাহিনী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে যোগ্য নারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ অব্যাহত রাখার ঘোষণা;

৩. নারী নির্যাতন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ, এসিড সন্ত্রাস, নারী ও শিশু পাচার এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সহায়তা দেয়ার ঘোষণা ইত্যাদির প্রতিটিই অত্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল ঘোষণা।

তবে এই লক্ষ্য এবং ঘোষণাগুলো কতটা কার্যকর হয়েছে তার উপরই নির্ভর করছে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশ কতটা অগ্রসর হয়েছে তা পরিমাপ করা। লক্ষ করা গেছে, বাজেটীয় লক্ষ্য এবং কৌশলগুলো উপস্থাপনের সময় জেন্ডার বিষয়টি স্পষ্ট থাকে না। স্পষ্ট থাকে না যে নীতি নিয়ে বাজেট প্রণীত হয়েছে তা উপস্থাপনের সময়ও। নারীর জন্য কিছু বরাদ্দ দিয়েই উলেখ করা হয় নারীকে তার হিস্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিচার করার জন্য আমরা এখন শুধু নারীর হিস্যাই বিচার করি না। বিচার করি যে লক্ষ্য এবং নীতি নিয়ে বাজেট প্রণীত হয়েছে তা কতটা নারীবান্ধব; বিচার করি যে খাতগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সে খাতগুলো কতটা নারীবান্ধব; সেই খাতগুলোতে যে রাজস্ব প্রণোদনা, ভর্তুকি সহায়তা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তাতে জেন্ডার সংবেদনশীল কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং বাজেট কার্যকর করার জন্য যেসব পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তা নারীবান্ধব কিনা। কেননা নারীর উন্নয়ন, নারীর চিন্তা এখন আলাদা কিছু নয়। এই বিষয়টি সামগ্রিক। বাজেটে গৃহীত বিভিন্ন রাজস্ব পদক্ষেপও দারুণভাবে নারীর উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু এই সত্যটি বিবেচিত হয়েছে সামান্যই। তাই রাজস্ব বাজেট উত্থাপনের সময় নারীর বিষয়টি উঠে আসে না এবং এই কারণে নারীর প্রতি ইতিবাচক বৈষম্য করে তেমন কোনো রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর চলতি অর্থবছর (২০১০-২০১১)এর বাজেট বক্তৃতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় তিনি জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন- এ দুটি জাতীয় নীতি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যে যে বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন এবারের বাজেট বক্তৃতায়ও তিনি প্রায় একই অঙ্গীকার করেছেন। অবশ্য এবারের বক্তৃতায় তিনি জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয় দুটি আলাদাভাবে দুটি sub-section এ তুলে ধরেছেন। গত বছরের অঙ্গীকার কতটা কার্যকর করতে পেরেছেন তার কিছু প্রতিফলনও আছে এবারের বাজেট উপস্থাপনায়। যেমন, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার সময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৪টি মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়) জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন মহান সংসদে। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন এই ধরনের প্রতিবেদন শীঘ্রই অন্যান্য

মন্ত্রণালয়ের জন্য তৈরি হবে। জেন্ডারভিত্তিক উপাত্তের প্রাপ্যতা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের জন্য একটি অতি আবশ্যকীয় উপাদান। এই ঘোষণা তিনি যথাযথভাবে কার্যকর করেছেন। এ বছরের বাজেট বক্তৃতার সময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১০টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন মহান সংসদে। এই ১০টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ভূমি এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়ও আছে। এ দুটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত প্রভাবশালী। কেননা এ দুটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভূমি, মৎস্য এবং পশুসম্পদের ব্যবহার এবং এই সম্পদে প্রবেশাধিকার নির্ণয় করে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় সবচাইতে প্রভাবশালী জেন্ডার সংবেদনশীল ঘোষণাটি ছিল ২০টি মন্ত্রণালয়কে মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির (MTBF) আওতায় সম্পৃক্ত করার ঘোষণাটি। MTBF-এর বিশেষ দিক হলো, দারিদ্র্য ও জেন্ডার উন্নয়নের উপর প্রতিটি প্রকল্পের কি প্রভাব পরবে তা বিশ্লেষণ করে তার বিবরণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের Budget Call Circular (BCI)-এ জবাবদিহি করা। এই ঘোষণাটিও যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছে এবং ঘোষণার চাইতে অনেক বেশি মন্ত্রণালয়কে মধ্যমেয়াদি বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির (MTBF) আওতায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থবছর (২০১০-২০১১) এর বাজেট উপস্থাপনকালে মোট ৩৩টি মন্ত্রণালয়ের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট (২০১০/১১-২০১২/১৩) পেশ করেছেন মহান সংসদে। নিঃসন্দেহে মধ্যমেয়াদি বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী

জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত প্রাপ্তির দাবী নারীরা অনেক বছর ধরে করে আসছেন। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভূমিকা এবং সৃজনশীলতা এবং তাদের মধ্যে কি কি সম্ভাবনা আছে, তাদের মধ্যে কোথায় কোথায় কি কি ঘাটতি আছে এবং তাদের কি বাস্তব প্রয়োজন তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য জেন্ডার-বিভাজিত (gender-disaggregated) উপাত্ত জরুরি। কিন্তু এখন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে এই ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় না। যার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো নারীর বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে পারে না এবং নারীর মধ্যে যে সৃজনশীলতা আছে তাও ব্যবহার করা হয় না। নারীর gender poverty mapping করার দাবীটিও এই দাবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই দাবীটি পূরণ করার জন্যও গত কয়েকটি অর্থবছরের বাজেটে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তবে ১০টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার বিভাজিত উপাত্ত উপস্থাপন করার ফলে নারীর এই বহু বছরের দাবীটি পূরণে অনেকটাই সমর্থ হয়েছে। এই ধরনের উপাত্ত সংগ্রহের পরবর্তী পদক্ষেপ হলো উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যেখানে যেখানে ঘাটতি আছে সেখানে তা পূরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন: সংসদে উপস্থাপিত "নারীর উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১০টি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম" শীর্ষক প্রতিবেদনটি হতে পরিস্কারভাবে দেখা গেছে যে উচ্চতর শিক্ষায় নারীর অংশ অত্যন্ত কম। গত কয়েক বছর ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাজেটীয় বরাদ্দ পেয়ে পেয়ে এই দুই স্তরে নারী পুরুষের সম পর্যায়ে চলে এসেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত উচ্চতর শিক্ষায় নারীর জন্য কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই এখন উচ্চতর শিক্ষায় বিশেষ করে, কারিগরি এবং প্রকৌশল শিক্ষায় প্রবেশের পথ সুগম করার জন্য কেবল নারীর জন্য কিছু বরাদ্দের প্রয়োজন। কেননা এই দুটি শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত প্রভাবশালী। এই প্রয়োজনটি তুলে ধরে নারীগোষ্ঠীও গত কয়েক বছর ধরে দাবী করে আসছিল উচ্চতর শিক্ষা নারীর জন্য অবৈতনিক করা এবং এই স্তরে নারীকে কিছু বৃত্তি দেওয়ার জন্য। তাছাড়া এই স্তরে শিক্ষারত নারী ছাত্রীর জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করার দাবীও

তাদের ছিল। কিন্তু গত তিনটি অর্থবছরের বাজেটে সেরকম কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। অবশ্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায়ïাতক পর্যন্ড় শিক্ষা অবৈতনিক করার ঘোষণা রয়েছে।

১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী নীতির পুনর্বহাল করার দাবী

নারীগোষ্ঠীর একটি বিশেষ দাবী ছিল ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী নীতির পুনর্বহাল করার জন্য। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী নীতির পুনর্বহাল করবে। জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনের মূলে রয়েছে এই ঘোষণাটি কার্যকর করা। কেননা ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী নীতিতে নারীকে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই নীতিতে সম্পত্তিতেও নারীকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে নারীর ক্ষমতাহীনতার মূলে রয়েছে নারীর সম্পদে অধিকারহীনতা। ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী নীতি বাস্ড়বায়িত হলে নারী সম্পদে অধিকারহীনতা থেকে মুক্তি পাবে। এই মুক্তি নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি অতি জরুরি শর্ত। তাছাড়া ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী নীতির পুনর্বহাল জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ড় এই ঘোষণা কার্যকর করার কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য চলতি বছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী উলেণ্ঢখ করেছেন ১৯৯৭ সালে প্রণীত জাতীয় নারী নীতিকে যুগোপযোগী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তবে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি।

জাতীয় সংসদে নারীর আসন সংখ্যা ১০০তে উন্নিত করতে হবে এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি আসনে নারী সদস্যদের নির্বাচন করার দাবী

নারীর এই দাবীকে গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করা এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছিলেন গত বাজেট বক্তৃতায়। এখন পর্যন্ড় এই ঘোষণা কার্যকর করার জন্য কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন এই দুটি বিষয় ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন না হলে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন সম্ভব নয়। আবার জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন না হলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। কেননা যতদিন পর্যন্ড় যথেষ্টভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন না হয় ততদিন পর্যন্ড় তারা অধিক সংখ্যায় নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। আর নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে না পারলে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নও সম্ভব হবে না। যেসব দেশে এ পর্যন্ড় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হয়েছে সেসব দেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, যতদিন পর্যন্ড় না নারী নীতিনির্ধারকগণ একটি শক্তিশালী সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন ততদিন পর্যন্ড় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হয়নি। এই দেশগুলোর প্রত্যেকটিতেই যেমন, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের দাবীটি উত্থিত হয়েছে নারী নীতিনির্ধারকদের কাছ হতে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা, ভারত, ফিলিপাইন, ইত্যাদি দেশেও নারী নীতিনির্ধারকগণ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বিশেণ্ঢষণ এবং প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি আরম্ভ করেছেন।

১৯৭৫ সাল হতে (যে সাল হতে মেয়েদের আসন সংরক্ষিত হয়েছে) ৩০ জন করে নারী সদস্য মনোনীত হচ্ছেন জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। সম্প্রতি এই সংখ্যা ৪৫ জনে উন্নিত

করা হয়েছে। কিন্তু তারা কেউই নারীর সুবিধা-অসুবিধাগুলো কিংবা নারীর চাহিদাগুলো যথাযথভাবে সংসদে তুলে ধরতে পারেননি। মনোনীত নারী সাংসদদের তৃণমূল নারীর সঙ্গে অতি সামান্যই যোগাযোগ আছে বিধায় তারা এই দায়িত্বটি পালন করতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ডের সঙ্গে নারীর বাস্তব প্রয়োজনের মিল থাকে না। এই কারণে অনেক প্রকল্পের কর্মকান্ডই নারীর জন্য কাঙ্খিত উপকার আনতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে গৃহীত প্রকল্পগুলো যথেষ্টভাবে নারীকে ক্ষমতায়িতও করতে পারেনি। একই কারণে মনোনীত নারী সাংসদদের কেউই নারীর চাহিদা অনুযায়ী বাজেটারী বরাদ্দ দাবী করেননি। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পার্লামেন্টে নারী সাংসদরাই নারীর চাহিদাগুলো পার্লামেন্টে তুলে ধরছেন। এই সাংসদদেরই তৎপরতায় সেখানে একটি Parliamentary Committee on Empowerment of Women গঠিত হয়েছে। এই কমিটিই আজ সেখানে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এই কমিটির চেয়ারপারসন মারগারেট আলভা ছিলেন ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন মন্ত্রী, যার রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নারী সাংসদরা মনোনীত না হয়ে যদি প্রতিযোগীতা করে আসতেন তাহলে অবশ্যই তারা জানতেন সংসদে তাদের কী করণীয়। কারণ প্রতিযোগীতায় জয়ী হতে হলে তাদেরকে জানার প্রতিযোগীতায়ও জয়ী হতে হবে। ফলে তারা তাদের অঞ্চলের নারীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করবেন এবং জানবেন তাদের কি সুবিধা, কি অসুবিধা এবং কী তাদের চাহিদা। যিনি যতবেশি যোগাযোগ করবেন তিনি ততবেশী জানবেন এবং ততবেশি রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হবেন। এই ক্ষমতাই তাদেরকে শক্তি জোগাবে দেশের উচ্চতম নীতিনির্ধারণ প্রতিষ্ঠান মহান জাতীয় সংসদে নারীর বাজেটারী হিস্যা নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য এবং সে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য।

গত এক দশকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে মাত্র ৭ জন নারী সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। গত সাধারণ নির্বাচনে ১৯ জন নারী সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হয়েছেন নারী। তবে সংসদের মোট আসন সংখ্যা বিচারে এখনও নির্বাচিত নারীর অংশ নিতান্তই নগণ্য। এক্ষেত্রে মনোনয়ন দানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর নারীর প্রতি বৈষম্য একটি কারণ হলেও নারীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলো যেমন, শিক্ষা, দক্ষতা, সম্পদে প্রবেশ শক্তি, তথ্যে প্রবেশ শক্তি, সর্বোপরি স্বাধীনভাবে চলাচলের শক্তি ইত্যাদি গুণগুলোর অভাব একটি বড় কারণ আর এই গুণগুলো অর্জনের জন্য নারীকে সহায়তা প্রদান করতে পারে বিভিন্ন বাজেটীয় পদক্ষেপ যা গত ১০ বছরের জাতীয় বাজেটে যথেষ্টভাবে গ্রহণ করা হয়নি। আজকের বিশ্বায়িত জগতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি জরুরি প্রয়োজন হলো তথ্য ভান্ডারে নারীর প্রবেশ শক্তি বৃদ্ধি করা। গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গৃহীত কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রীর উপর শূন্য শুল্ক ব্যবস্থাটি নারীর তথ্য ভান্ডারে প্রবেশের পথ সুগম করেছে। কেননা শূন্য শুল্কের কারণে কম্পিউটারের প্রাপ্যতা সুলভ হয়েছে যা নারীর কম্পিউটার ব্যবহার বৃদ্ধি করে তাদের তথ্য সম্পদে প্রবেশ করাকে অনেক সহজ করেছে। তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য অতি জরুরি প্রয়োজন হলো নারীর সম্পদে প্রবেশ শক্তি বৃদ্ধি করা। পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর এই শক্তি বৃদ্ধি করলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সবচাইতে বেশি অবদান রাখবে। কেননা এই উত্তরাধিকারের শক্তিতেই নারী একটি নির্বাচনী

এলাকাতে তার আমিত্ব (belongingness) ফলাতে পারে। নির্বাচনী এলাকাতে নারীর belongingness-এর অভাব নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি বিশেষ অন্তরায়। নানা tax incentive দেওয়ার মাধ্যমে কন্যাকে পিতামাতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া সম্ভব। কিন্তু গত ১০ বছরের বাজেটে সে ধরনের কোনো tax incentive দেওয়া হয়নি।

স্বাধীনভাবে চলাচলের শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি বিশেষ শর্ত। বাজেটের মাধ্যমে নারীকে এই শক্তির জোগান দেওয়া সম্ভব। যেমন, নারীর চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন ক্ষেত্রের জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব বরাদ্দ রাখা যায়; নারীকে পরিবহণ সুবিধা দিতে উৎসাহিত করার জন্য পরিবহণ ব্যবসায়ীদের কর-উৎসাহ প্রদান করা যায় ইত্যাদি। কিন্তু গত ১০ বছরের বাজেটে এই ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

কেবলমাত্র Safety net প্রকল্প কিংবা ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক কর্মসূচিতে নারীর উন্নয়ন সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর নারী সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সহায়ক বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী

নারীগোষ্ঠীর দাবী ছিল কেবলমাত্র সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Safety net) ভুক্ত প্রকল্প কিংবা ক্ষুদ্রঋণের মতো কর্মসূচিতে নারী উন্নয়ন সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর নারী সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ সহায়ক বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। এই দাবীর প্রতি অতি সামান্যই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে জাতীয় বাজেটে। প্রতি বাজেটেই নারীর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বর্ধিত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায়ও মাননীয় অর্থমন্ত্রী জেন্ডার বিষয়টি উল্লেখ করার সময় ঘোষণা করেছেন নারীর হিস্যা প্রদানের জন্য যথাযথ চেষ্টা করেছেন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি করেছেন। চলতি বাজেটে বিদ্যমান Safety net প্রকল্পগুলো হতে উপকার প্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রদত্ত ভাতার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া বেশকিছু নতুন Safety net প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি করা প্রশংসনীয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে Charity বিষয়টিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর উন্নয়নকে এই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার কারণে নারীর ক্ষমতায়ন অথবা নারীর মধ্যে বিদ্যমান সম্ভাবনার স্ফুরণ হয়েছে অতি সীমিতভাবে। কেননা কল্যাণধর্মী প্রকল্পের কার্যক্রমের কাউকে ক্ষমতায়িত করার শক্তি অত্যন্ত সীমিত, যেহেতু কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ড কখনই লাভমূখী (profit-oriented) হতে পারে না। আর লাভমুখী কর্মকাণ্ড ছাড়া কাউকে যথেষ্টভাবে ক্ষমতায়িত করা যায় না। দেখা গেছে, Safety net প্রকল্পগুলো উচ্চলাভমুখী তো নয়ই সম্ভাবনাময়ও নয়। এই প্রকল্পগুলো মহিলাদেরকে তাদের সনাতনী কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ রেখেছে। ফলে নারীর মধ্যে বিদ্যমান উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃজনশীলতা স্ফূরিত করতে পারেনি ক্ষুদ্রঋণ। অথচ জাতীয় বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হলে নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃজনশীলতা স্ফূরিত করার জন্য যথেষ্টভাবে বাজেটীয় পদক্ষেপ থাকতে হবে।

অর্থ সম্পদ, তথ্য সম্পদ, স্থাবর সম্পদ, মানব সম্পদ ইত্যাদি যা একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়নের জন্য জরুরি উৎপাদক তার প্রতিটিতেই বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি নারীর প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অথচ আজ নারীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক উদ্যোক্তাগোষ্ঠী যাদের মধ্যে রয়েছে এক বিরাট সম্ভাবনা এবং সৃজনশীলতা। কিন্তু এই নারীগোষ্ঠী তাদের এই সম্ভাবনা এবং সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারছে না নানা ধরনের সম্পদের অভাবে। তাই কেবল দরিদ্র নারীরাই সুয়োগ সুবিধা বঞ্চিত

নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের নারীই কোনো না কোনো সুবিধা বঞ্চিত। সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতার মূলে রয়েছে বাংলাদেশে বিদ্যমান ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন। রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত কোনো উত্তরাধিকার আইন তৈরি করেনি। যার ফলে ধর্মীয় আইনেই বাংলাদেশে উত্তরাধিকার নির্দ্ধারিত হয়। মুসলিম আইনে একজন পিতার পুরুষ সন্তান তার সম্পত্তির যত অংশ পাবে তার নারী সন্তান পাবে সেই অংশের অর্ধেক। মুসলমান জনগোষ্ঠী মোট বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯০ শতাংশ জুড়ে আছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ। হিন্দুদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী নারী সন্তানগণ পিতার সম্পত্তির এক কানাকড়িরও অংশীদার নয়। এই ধরনের বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইনের কারণে ভূমি সম্পদে (জমি, বাড়ি বনসম্পদ, পুকুর, দীঘি, জলাশয়) নারীর প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ অতি সীমিত হয়েছে। ভূমি সম্পদে অতি সীমিত নিয়ন্ত্রণের কারণে অন্যান্য সম্পদেও নারীর প্রবেশাধিকার অতি সীমিত হয়ে পড়েছে। যেহেতু অন্য সম্পদে, যেমন কৃষি ঋণ, গৃহ ঋণ, শিল্প ঋণ ইত্যাদি আহরণ করতে হলে collateral প্রদান জরুরি সেহেতু ভূমি সম্পদে মালিকানা না থাকার কারণে নারীরা collateral প্রদান করতে সমর্থ হয় না।

বাজেট ঘোষণার সময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী কেবল উন্নয়ন বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা সম্বন্ধে বলেন। অথচ উন্নয়ন বাজেট মোট বাজেটের এক তৃতীয়াংশও কভার করে না। বাকি অংশ রাজস্ব বাজেট। রাজস্ব বাজেটের একটি বিশেষ উপাদান হচ্ছে কর নীতি ও শুল্ক নীতি। নারীর ক্ষমতায়নে এই দুই নীতির বিশেষ অবদান রয়েছে যেহেতু এই দুই নীতির মাধ্যমে সম্পদহীন নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত করা যায়। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের জন্যও এই দুই নীতি অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু ঘোষিত বাজেটে এই বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি। কেবল নারী উদ্যোক্তার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ফি কমানো যেতো। কেবল নারীর নামে বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের শর্ত জুড়ে দিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফি অর্ধেক করলে অতি সহজেই নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত হতো। অথচ জাতীয় নীতি অনুসরণ করে এই ধরনের বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। কেননা বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রে (PRSP) নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো ছিল:

১) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং নিজের অর্জিত সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার করতে হবে;

২) খাস এবং চর জমিতে নারীর প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য আইন তৈরি করতে হবে এবং বিদ্যমান আইন কার্যকর করতে হবে;

৩) হাঁস-মুরগি এবং গরু ছাগলের বড় খামার করার জন্য নারীকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন উৎসাহব্যাঞ্জক উপায় গ্রহণ করতে হবে;

৪) গার্মেন্ট শিল্পের উপর নারী শ্রমিকের equity মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এই সুপারিশগুলো কার্যকর করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যেতো। তবে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে সঞ্চয়পত্রের উপর সুদের হার বৃদ্ধি করার পদক্ষেপটি নারীবান্ধব। কারণ নারীদের সঞ্চয়ের টাকা সঞ্চয় পত্রের উপরই বেশি বিনিয়োগ হয়। তবে নারীর উপর বাজেটের সবচাইতে বেশি ইতিবাচক প্রভাব

পড়তো যদি মোবাইল টেলিফোনের SIM card-এর উপর আরোপিত ৮০০ টাকা (যার পরিমাণ ডলারে প্রায় সাড়ে ১১ ডলার) কর তুলে দেওয়া হতো। মোবাইল ফোন সুবিধা সকল স্তরের নারীকে ঘরে এবং বাইরে দারুণভাবে ক্ষমতায়িত করেছে নানাভাবে। এই কর পাশের দেশ ভারতে মাত্র ১ ডলার ৩০ সেন্ট, পাকিস্তানে ৩ ডলার। শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে তো SIM এর উপর কোনো কর নেই।

নারীলক্ষ্যভূত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্বাচনে এবং প্রণয়নে নারীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং নারীর প্রয়োজন সঠিকভাবে নির্ণয় করে নারীলক্ষ্যভূত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করতে হবে

গত কয়েক বছর ধরেই জাতীয় বাজেট প্রণয়নে নারীর মতামতকে বিবেচনায় গ্রহণের দাবী করে আসছে নারী গোষ্ঠী এবং সেইসঙ্গে দাবী করে আসছে নারীর প্রয়োজন সঠিকভাবে নির্ণয় করে Safety net প্রকল্প সহ অন্যান্য নারীলক্ষ্যভূত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করার জন্য। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জন কতকাংশে নির্ভর করছে এই দাবী পূরনের উপর। গত তিনটি অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই দাবীর উপর ন্যূনতম গুরুত্বও আরোপ করা হয়নি। লক্ষ করা গেছে, গত কয়েক বছর ধরেই জাতীয় বাজেট প্রণয়নের পূর্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় বসেন। কিন্তু তিনি কখনো নারীগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় বসেননি। তাই তৃণমূলের নারীর প্রকৃত প্রয়োজন সম্বন্ধে নীতিনির্ধারকগণ অজ্ঞই থেকে গেছেন। ফলে নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো নারীর প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে পেরেছে সামান্যই। তাছাড়া দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নারীর বাস্তব প্রয়োজনের মিল থাকে না। এই কারণে অনেক প্রকল্পের কর্মকাণ্ডই নারীর জন্য কাঙ্খিত উপকার আনতে পারেনি। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীর জন্য যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয় তার প্রত্যকটিই হয় দাতাগোষ্ঠী দ্বারা নির্বাচিত নয়তো সরকারের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত (Paul-Majumder 2007)। নারীর প্রকৃত প্রয়োজন কি? - তা জরিপ করে কখনও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। যেমন, ১০০ দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পটি যথেষ্ট সংখ্যায় নারীকে নিয়োজন দিতে পারেনি যেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে নারী তার বিদ্যমান দক্ষতা নিয়ে দৈনিক ১০০ টাকার উপরে মজুরি উপার্জন করতে পারেন। বর্তমানে তার প্রয়োজন হলো উচ্চতর মজুরির কাজে নিয়োজন প্রাপ্তি যার জন্য প্রয়োজন হলো নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা। তাই ১০০ দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পটির পরিবর্তে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করলে যেমনি উচ্চতর আয়ের কাজের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন হতো তেমনি হতো দেশের উন্নয়ন। কেননা আজ দেশে দক্ষ শ্রমিকের তীব্র অভাব রয়েছে। রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পটি দক্ষ নারী শ্রমিকের অভাবের সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশের ক্রমউন্নতশীল চামড়া এবং জুতা শিল্পটিও দক্ষ নারী শ্রমিকের অভাবের সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দক্ষ নারী শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বিদেশেও। এই ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করার জন্য একটি Safety net প্রকল্প গ্রহণ করলে নারী এবং দেশ উভয়ের উন্নয়নই ব্যাপক ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতো। তেমনিভাবে 'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলাদের জন্য ভাতা' শীর্ষক Safety net প্রকল্পটি হতে charity approach তুলে parity approach গ্রহণ করলে নারী এবং দেশ উভয়ের উন্নয়নই ব্যাপক ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হতো। BIDS-এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এই প্রকল্পের উপকারভোগী বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলাদের বেশির ভাগই শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ মহিলা। তারা কাজ করতে চান। এক্ষেত্রে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলাদের মাসিক ৩০০ টাকা করে যে ভাতা দেওয়া হবে তা কোনো কাজের বিনিময়ে কিংবা

কোনো দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিনিময়ে প্রদান করা হলে নারী এবং জাতি অনেক বেশি উপকার পেতো (Begum and Paul-Majumder 2008)।

একইভাবে দেখা গেছে, জাতীয় বাজেটে গর্ভবতী নারীকে প্রসবজনিত মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করার জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলো গর্ভবতী নারীর বাস্ড়ব প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে না। যেমন, দেখা গেছে, গর্ভবতী নারীকে নিরাপদ প্রসবের সুযোগ দেওয়ার জন্য গত দুই অর্থবছরের বাজেটে যে Maternal Health Voucher Schemeটি গ্রহণ করা হয়েছে তা গর্ভবর্তী নারীর প্রকৃত প্রয়োজনকে মেটাতে পারছে না। কেননা দরিদ্র গর্ভবতী নারীর সবচাইতে বেশি প্রয়োজন হলো নিরাপদ প্রসবের সুযোগ পাওয়া। দেখা গেছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবতী নারীকে মাসে মাসে যে ৩০০ টাকা দেওয়া হয় তার খুব সামান্য অংশই গর্ভবতী নারী তার নিজের জন্য খরচ করেছে। আরও দেখা গেছে, দূরত্বের কারণে অর্ধেকেরও বেশি এই scheme-এর সুযোগ পাওয়া গর্ভবতী নারী হাসপাতালে যাননি। অথচ এই scheme-এর আওতায় তাকে ৫০০ টাকা পর্যন্ড় যাতায়াত খরচ দেওয়া হয়। এমনি করে বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা যাবে বেশরিভাগ নারী লক্ষ্যভূত প্রকল্পই নারীর বাস্ড়ব প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়েছে সামান্যই। ফলে প্রকল্পগুলো যথেষ্টভাবে নারীকে ক্ষমতায়িত করতেও সামান্যই সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া আরও দেখা গেছে, বহুক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্ম লাভজনক নয় যেহেতু মহিলারা তাদের শিক্ষা, দক্ষতা এবং তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশের অভাবের জন্য এই ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার করেছে কেবল সনাতনী ক্ষেত্রে। তাছাড়া নারীকেন্দ্রীক কর্মসূচি নারীর প্রথাগত কাজকেই উৎসাহিত করে। এ ধরনের কাজের কেবল লাভজনকতাই কম নয়, কালের আবর্তে এ ধরনের কাজের বাজার সীমিত হয়ে যায়। ফলে চাহিদাও হ্রাস পায়।

এইভাবে অন্যান্য নারী লক্ষ্যভূত প্রকল্পগুলো বিশেণ্ঢষণ করলে প্রায় একই ফলাফল পাওয়া যাবে। তবে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০৯-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় আগামী অর্থবছরে জেলাওয়ারী বাজেট প্রণয়নে সক্ষম হবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আশা করা গিয়েছিল, জেলাওয়ারী বাজেটের মাধ্যমে তৃণমূলের নারীর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে অনেকাংশে। কিন্তু এখনও জেলাওয়ারী বাজেট প্রণয়ন শুর হয়নি। চলতি বছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট ও হিসাব প্রণয়ন পুরোপুরিভাবে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় অন্ড়র্ভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। সন্দেহাতীতভাবে বাজেট প্রণয়ন Digitized হলে বাংলাদেশ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। কেননা সেক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার দপ্তরে বসেই তৃণমূলের নারীর সমস্যা এবং তাদের আশা আকাঙ্খার কথা শুনতে পারবেন।

নারীর জন্য বাজেটীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে জেন্ডার অসমতা এতো ব্যাপক যে তা দূর করার জন্য অধিক সংখ্যায় প্রকল্প গ্রহণ করা এবং প্রতিটি প্রকল্পে পর্যাপ্ত বাজেটীয় বরাদ্দ রাখা জর রি। তাই গত এক দশক ধরে নারীগোষ্ঠী দাবী করে আসছিল যে বাজেটে নারীর জন্য সরাসরি উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৭ শতাংশ করতে হবে। কিন্তু গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেট বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা যায়, এই দাবীতো পূরণ হয়নি বরং প্রতি বছরই নারীর জন্য সরাসরি উন্নয়ন বরাদ্দ কমে গেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যে মন্ত্রণালয়টির সৃষ্টি হয়েছিল মহিলা ও শিশুর উন্নয়নের জন্য, যে মন্ত্রণালয়টি

দেশের ৬০ শতাংশেরও বেশি জনগোষ্ঠীকে (মহিলা+শিশু) প্রতিনিধিত্ব করে সেই মন্ত্রণালয়ের জন্য অতি নগণ্য পরিমাণ বরাদ্দ হয় জাতীয় বাজেটে। সারণি ১ হতে দেখা যাচ্ছে, গত ১০ বছরের কোনো বছরেই এই মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট প্রস্ড়াবিত জাতীয় বাজেটের দেড় শতাংশের বেশি বরাদ্দ করা হয়নি। আবার এই নগণ্য পরিমাণ প্রস্ড়াবিত উন্নয়ন বরাদ্দ প্রতি বছরই সংশোধিত বাজেটে ২০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ড় হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন বরাদ্দ সংশোধিত বাজেটে কখনো ২০ শতাংশের বেশি হ্রাস পায়নি।

সারণি ১

বিভিন্ন অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা এবং উন্নয়ন অর্থ বরাদ্দ ২০০০/০১-২০১০/১১

অর্থ বছর	প্রকল্পের সংখ্যা				মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)			
	মোট উন্নয়ন প্রকল্প	জেন্ডার অন্ধ উন্নয়ন কর্মসূচি	জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচি	নারী-লক্ষ্যভূত উন্নয়ন কর্মসূচি	মোট উন্নয়ন বরাদ্দ	জেন্ডার অন্ধ উন্নয়ন কর্মসূচি	জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচি	কেবল নারীলক্ষ্যভূত উন্নয়ন কর্মসূচি
২০০০-০১	১২৯৯	৯৭৭	২৬৮	৫৪	১৭৫০০.০	১০৭৫৯.২৪	৬৩১১.৯৭	৪২৮.৭৯
	(১০০.০০)	(৭৫.২১)	(২০.৬৩)	(৪.১৬)	(১০০.০০)	(৬১.৪৮)	(৩৬.০৭)	(২.৪৫)
২০০১-০২	১৩৮৩	১০৫৩	২৭৬	৫২	১৯০০০.০	১২৮৪০.৯১	৫৮৪২.৫৬	৩১৬.৫৩
	(১০০.০)	(৭৬.১)	(২০.১)	(৩.৮)	(১০০.০০)	(৬৭.৫৮)	(৩০.৭৫)	(১.৬৭)
২০০২-০৩	১২৯৬	৯১৪	৩১৩	৬৯	১৯২০০.০	১১৯৭১.১৪	৬৫৪০.০৮	৬৮৮.৭৮
	(১০০.০০)	(৭০.৫)	(২৪.২)	(৫.৩)	(১০০.০০)	(৬২.৩)	(৩৪.১)	(৩.৬)
২০০৩-০৪	১১৬৩	৮৩১	২৭৩	৫৫	২০৩০০	১২৬১২.৩৩	৭০০৮.৬৫	৬৭৯.০২
	(১০০.০)	(৭১.৫)	(২৩.৫)	(৪.৭)	(১০০.০০)	(৬২.১২)	(৩৪.৫৩)	(৩.৩৪)
২০০৪-০৫	৮৬৯	৫৯৯	২১৮	৫২	২১৮৯৭.০	১২৫৯০.৬৭	৮৭৩৬.১৮	৫৭০.১৫
	(১০০.০)	(৬৮.৯)	(২৫.১)	(৬.০)	(১০০.০০)	(৫৭.৫০)	(৩৯.৯০)	(২.৬০)
২০০৫-০৬	৮৪১	৫৭১	২১৪	৫৬	২৪৫০০.০	১৫৫৫৯.৭৩	৮৫১০.০০	৪৩০.২৭
	(১০০.০)	(৬৭.৯)	(২৫.৫)	(৬.৭)	(১০০.০০)	(৬৩.৫১)	(৩৪.৭৩)	(১.৭৬)
২০০৬-০৭	৮৮৬	৬০১	২৪৯	৩৬	২৬০০০.০	১৫৩৩০.৯০	১০১৯২.২৬	৪৭৬.৮৪
	(১০০.০)	(৬৭.৮)	(২৮.০)	(৪০১)	(১০০.০০)	(৫৮.৯৭)	(৩৯.২০)	(১.৮৩)
২০০৭-০৮	৯৩১	৫৯৮	২৯৬	৩৭	২৬৫০০.০	১৫৩০৪.২০	১০৭৪৭.১৩	৪৪৮.৬৮
	(১০০.০)	(৬৪.২)	(৩১.৮)	(৩.৯)	(১০০.০০)	(৫৭.৭৫)	(৪০.৫৬)	(১.৬৯)
২০০৮-০৯	৯০৪	৫৮৭	২৮৮	২৯	২৬৫০০.০	১৫৯৭৫.৬০	১০১১৬.০৯	৪০৮.৩১
	(১০০.০)	(৬৪.৯)	(৩১.৯)	(৩.২)	(১০০.০)	(৬০.৩)	(৩৮.২)	(১.৫)
২০০৯-১০	৮৮৬	৬০৩	২৫৯	২৪	৩০৫০০.০	১৬৮৫৯.৯০	১৩১৭৫.৯৭	৪৬৪.১৩
	(১০০.০)	(৬৮.০৬)	(২৯.২৩)	(২.৭১)	(১০০.০)	(৫৫.২৮)	(৪৩.২০)	(১.৫২)
২০১০-১১	৯১৬	৬১৮	২৭২	২৬	৩৮৫০০.০	২১০৮২.৯৬	১৬৯২২.৫২	৪৯৪.৫২
	(১০০.০)	(৬৭.৪৭)	(২৯.৬৭)	(২.৮৪)	(১০০.০)	(৫৪.৭৬)	(৪৩.৯৫)	(১.২৮)

Figures within parentheses indicate share in the total allocation.
উৎস: Annual Development Program 2000/01-2010/11 Planning Commission, GOB.

কেবল মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বরাদ্দ বিচার করেই নারী ও পুর"ষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের জাতীয় অঙ্গিকারটির প্রতিফলনের ব্যাপ্তি নিরূপণ করা সঠিক হবে না। কারণ এই অঙ্গীকারটি কার্যকর করতে হলে আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে এবং নারীকে লক্ষ্যভূত করে কেবল নারীর জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে যেহেতু আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে। তাছাড়া পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল নারী উন্নয়ন বিষয়টি বহুক্ষেত্রিক (multi-sectoral) এবং বহু মন্ত্রণালয়ের বিষয় করা হবে। তাই এখানে জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিচার করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য কত বরাদ্দ করা হয়েছে এবং নারীর উপর আংশিক প্রভাব পরতে পারে এমন প্রকল্পের জন্য কত

বরাদ্দ করা হয়েছে তা বিচার করা হয়েছে। সারণি ২-এ উপস্থাপিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় কেবলমাত্র নারীর জন্য গৃহীত এমন প্রকল্পের সংখ্যা প্রায় প্রতিটি অর্থ বছরেই কমে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্র পৃথকভাবে বিচার করলে আরও দেখা যায় ২০০০-০১ অর্থবছরে মোট ১০টি ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ২০০৯-১০ অর্থবছরে এই সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ৭টি ক্ষেত্রে। দেখা গেছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য বরাদ্দ একেবারেই তুলে নেওয়া হয়েছে। শিল্প একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে চলতি অর্থবছরে মোট বরাদ্দের মাত্র ০.২ শতাংশ অর্থ কেবল নারীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে শিল্প ক্ষেত্রে নারীর জন্য বরাদ্দ ছিল এই ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রায় ৭ শতাংশ। বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে নারীর জন্য কিছু বরাদ্দ ছিল। কিন্তু চলতি অর্থবছরে এই ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোনো বরাদ্দই রাখা হয়নি।

দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর উপর আংশিক প্রভাব পরতে পারে এমন প্রকল্পের উপর অর্থাৎ জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পের উপর বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে লক্ষণীয়ভাবে। ২০০০-০১ অর্থবছরে এই ধরনের প্রকল্পের উপর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট জাতীয় উন্নয়ন বরাদ্দের প্রায় ৩২ শতাংশ, যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪১ শতাংশে। চলতি অর্থবছর এই অংশ আরও একটু বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে ধারণা করা যেতে পারে, নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের নীতি গ্রহণ করার ফলে নারীর জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ না করে নারীকে মূল স্রোতধারায় প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে নারীর উপর আংশিক প্রভাব পরার সম্ভাবনা আছে এমন প্রকল্পগুলোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো target রাখা হয়নি। যার ফলে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে এ জাতীয় প্রকল্প হতে নারী অতি সামান্য অংশই অর্জন করতে পেরেছে। নারীকে পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার আগেই তাকে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অসম প্রতিযোগীতায় হেরে হেরে নারী আরও এক ধাপ জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

নারীর জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটীয় অর্থের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং দক্ষ বাস্তবায়নের জন্য নারী লক্ষ্যভূত প্রকল্প এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলির পরিচালক হিসাবে নারীকে নিয়োগ দিতে হবে।

গত তিন বছর ধরে একটি NGO (নারী প্রগতি সংঘ) জাতীয় বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার দক্ষতা নিয়ে গবেষণা করছে এবং চিহ্নিত করেছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অদক্ষ বাস্তবায়ন জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে একটি বিরাট অন্তরায়। সেই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে নারীগোষ্ঠী দাবী তুলেছিল উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশেষ করে নারী লক্ষ্যভূত উন্নয়ন কর্মসূচি এবং জেন্ডার সংবেদন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর দক্ষ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা কর্মসূচির দক্ষ বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু সুপারিশও করেছিলেন। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে যেভাবে তুলে ধরেছেন তাতে মনে হয়েছে তিনি যেন নারীগোষ্ঠীর দাবীটিই তুলে ধরেছেন। নারী প্রগতি সংঘের গবেষণাটি থেকে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের দক্ষ ব্যবহারের যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে সেই সমস্যাগুলোকেই তিনি সমাধান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার বাজেট বক্তৃতায়। তিনি বলেছেন প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের শুরু থেকেই পরীবিক্ষণ, দেখাশুনা ও মূল্যায়নের উপর জোর দিতে হবে। এজন্য (১) প্রকল্প অনুমোদন

প্রক্রিয়াকে সরল করতে হবে (২) ক্রয় প্রক্রিয়ার সংশোধন করতে হবে (৩) প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকের দক্ষতা বিচার করতে হবে এবং (৪) সব মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিকে বিশেষ নজরদারির আওতায় আনতে হবে। এই প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল নারীগোষ্ঠীর চাওয়া। প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দক্ষ হলে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশ সন্দেহাতীতভাবে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

তবে বাংলাদেশ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অর্জনের পথে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতো যদি প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে নারীগোষ্ঠীর দাবী অনুযায়ী নারী লক্ষ্যভূত প্রকল্প এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোতে পরিচালক হিসেবে নারীকে নিয়োগ দেওয়া হতো। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, নারী পরিচালিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দক্ষ।

নারীর ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা ও নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস অপসারণের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী

ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা ও সন্ত্রাস বাংলাদেশের দারিদ্র্যের আর একটি বিশেষ মাত্রা। অনেক ক্ষেত্রে আয় দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দারিদ্র্য ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা থেকে উত্থিত হয় এবং এই সত্যটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর জন্য প্রযোজ্য। কেননা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নিরাপত্তাহীনতার কারণে নারীকে পড়াশোনা ছাড়তে হয়েছে, চাকুরি ছাড়তে হয়েছে, উন্নত চাকুরির অফার ছাড়তে হয়েছে এমনকি এই সমস্যা বহু ক্ষেত্রে নারীকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বিরত রেখেছে। জেন্ডার অসমতা দূর করার জন্য দারিদ্র্যের এই মাত্রাটির অপসারণ জরুরি। নীতিনির্ধারকদের এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে যে, অনেক নিরাপত্তাহীনতা নারী এককভাবে ভোগ করে। যেমন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানী, যৌতুকের শিকার, নারী পাচার ইত্যাদির শিকার প্রায় এককভাবে নারী হয়। এসব ছাড়াও আছে নারীর উপর এসিড নিক্ষেপ, ছিনতাইকারী কর্তৃক আক্রমণ ইত্যাদি। দেখা গেছে, অন্যান্য নিরাপত্তাহীনতায়ও নারীরাই বেশি ভোগে। যেমন, গার্মেন্ট কারখানায় অগ্নি দুর্ঘটনায় পুরুষ শ্রমিকের চাইতে নারী শ্রমিকরাই বেশি আহত এবং নিহত হয়। বাস, লঞ্চ, ট্রেন ইত্যাদি দুর্ঘটনার শিকারও পুরুষের চাইতে নারীরাই বেশি হয়েছে। নারীর এই ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করে নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গত তিন বছরের বাজেট বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, এসিড দগ্ধ নারীদের জন্য একটি প্রকল্প এবং যৌন হয়রানীর শিকার নারীদের জন্য কিছু চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা ছাড়া আর অন্য তেমন কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

৩.২। শিক্ষা বাজেটে নারীগোষ্ঠীর দাবীগুলোর প্রতিফলন এবং শিক্ষা বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতার ব্যাপ্তি

শিক্ষা একটি অতি শক্তিশালী জীবন গুণ। নারী কর্তৃক এই গুণ অর্জনের ফলে কেবল যে শিক্ষা ক্ষেত্রেই জেন্ডার বৈষম্য দূর হবে তা নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রের জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণেও এই গুণ সহায়তা করবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নারী যত শিক্ষা গ্রহণ করেছে ততই তার উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, ততই তার কর্মজগতে প্রবেশ ঘটেছে এবং ততই তার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, যতই নারী শিক্ষা গ্রহণ করেছে ততই তার নিজের উপর আস্থা বেড়েছে যা কিনা ক্ষমতায়নের একটি অপরিহার্য গুণ। এই গুণ অর্জনের কারণে নারী অন্য ক্ষেত্রে যেখানে রয়েছে ব্যাপক জেন্ডার বৈষম্য সেখানে অংশগ্রহণের জন্য উদ্যোগী হবে আর জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে নারীর নিজস্ব উদ্যোগ একটি অতি জরুরি উৎপাদক। শিক্ষার মাধ্যমে নারী কেবল নিজেই ক্ষমতায়িত হচ্ছে

তাই নয়, শিক্ষার মাধ্যমে নারী সমাজেরও নানা মঙ্গল সাধন করে। নারী শিক্ষার বহুমাত্রিক প্রভাব বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিল এবং নারী শিক্ষার জন্য নীতি প্রণয়ন করেছিল এবং জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার জন্যই নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল প্রথম দিকে। ধীরে ধীরে নারীর agency role কিছুটা স্বীকৃতি পায় নীতিনির্ধারকদের কাছে। যার ফলে একজন ব্যক্তি নারীকে শিক্ষিত করার জন্যই বেশ কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় গত এক দশকের জাতীয় বাজেটে। এতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় তালিকাভুক্তিতে জেন্ডার অসমতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে গেছে।

তবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তি তালিকায় জেন্ডার অসমতা দূরীভূত হলেও এ দুটি শিক্ষাস্তর সমাপ্তিতে রয়েছে ব্যাপক জেন্ডার অসমতা। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে বিরাট জেন্ডার অসমতা। দেখা গেছে, এই অসমতা ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক। এই বয়সের নারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫৫ শতাংশ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন যেখানে এই বয়সের পুরুষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭১ শতাংশ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। অথচ এই জনগোষ্ঠীটিই সবচাইতে বেশি কর্মক্ষম। তাছাড়া শিক্ষা সমাপ্তিতেও রয়ে গেছে বিরাট জেন্ডার ফারাক। শিক্ষার উচ্চতর স্তরেও রয়েছে ব্যাপক জেন্ডার অসমতা। দেখা গেছে, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে পুরুষ এবং নারী ছাত্রের অংশ যথাক্রমে ৬৪ ও ৩৬ শতাংশ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ফারাকটি আরও বিস্তৃত হয়েছে দক্ষতা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বেলায়। নারীগোষ্ঠীর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা এবং প্রফেশনাল শিক্ষার অভাব রয়েছে ব্যাপকভাবে। অথচ এইসব শিক্ষা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য দূর করার জন্য জরুরি উৎপাদক।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করতে হবে

দেখা গেছে, নারীর শিক্ষা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষায়। গত ৫ বছরে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় (প্রাথমিক স্তরের মাদ্রাসা) ছাত্র ছাত্রীর ভর্তির হিসাব নিলে দেখা যায়, ছাত্র সংখ্যার তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার হার অত্যন্ত বেশি। গত ৫ বৎসর সময়ের মধ্যে মাদ্রাসায় ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬৭ শতাংশ যেখানে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ (পাল-মজুমদার ২০০৫)। মাদ্রাসা শিক্ষা নারীর চাকুরির বাজারকে অত্যন্ত সীমিত করে দেয়। দেখা গেছে, পোশাক শিল্প ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রটি নারীর সম্মুখে এক বিরাট চাকুরীর বাজার খুলে দিয়েছে সে ক্ষেত্রে একজন নারী শ্রমিকও নেই যে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার দাবী ছিল নারীগোষ্ঠীর। এই দাবী প্রতিফলিত হয়েছে গত দুটি অর্থবছরে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায়। গত দুটি অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার ঘোষণা দিয়েছেন। সম্প্রতি ঘোষিত শিক্ষা নীতিতেও এই নীতি গ্রহণ করার হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক মাদ্রাসা স্থাপন করবেন এবং পাঠ্যক্রম সংস্কারের নীতিমালা গ্রহণ করবেন। এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

নারী ছাত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর সমাপ্তিতে ব্যাপক জেন্ডার অসমতা সৃষ্টির জন্য সবচাইতে বেশি দায়ী হলো নারীর বিস্তৃত নিরাপত্তাহীনতা। কিন্তু এই সত্যটি নীতি নির্ধারকগণ অনুধাবন করতে খুব

অল্পই সফল হয়েছেন। তাই নারী ছাত্রদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি জাতীয় বাজেটে। অথচ গত কয়েক বছর ধরেই নারীগোষ্ঠী নারী ছাত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ দাবী করে আসছিল। নারী ছাত্রদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি এবং স্কুলের প্রতিটি গ্রেড সফলভাবে শেষ করার জন্য নিরাপদ পরিবহন এবং নিরাপদ আবাসন খুব জর“রি উৎপাদক। এই দুটি ক্ষেত্রে বাজেটীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে নারী ছাত্রদের জন্য নিরাপদ পরিবহন এবং নিরাপদ আবাসন প্রদানের জন্য গত কয়েক বছর ধরেই নারীগোষ্ঠী দাবী করে আসছিল। কিন্তু এই দাবী পূরণের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি জাতীয় বাজেটে। তাছাড়া স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও নারীগোষ্ঠী দাবী করে আসছিল। কারণ স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নারী ছাত্রের বাসস্থানের কাছাকাছি স্কুলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে নারী ছাত্রের স্কুলে আসা যাওয়ার নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। চলতি অর্থবছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় তাদের এই দাবীর কিছুটা প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। চলতি অর্থবছরের শিক্ষা বাজেট উপস্থাপনের সময় মাননীয় অর্থমন্ত্রী উলেণ্ঢখ করেছেন গত বছরের বাজেট বক্তৃতায় ১ হাজার ৫০০ টি নুতন বিদ্যালয় এবং ৪০ হাজার শ্রেণি কক্ষ নির্মাণের যে অঙ্গীকার তিনি দিয়েছিলেন তার মধ্যে ১৬৫টি ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে। স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী ছাত্রের বাসস্থান হতে স্কুলের দূরত্ব কিছুটা কমবে। যার ফলে স্কুলে যাওয়া আসার নিরাপত্তাহীনতা কিছুটা হ্রাস পাবে। চর, হাওর, চা বাগান এবং দুর্গম এলাকায় শিশুদের জন্য স্কুল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে চলতি বাজেটে। এই পদক্ষেপটিও অত্যন্ড় জেন্ডার সংবেদনশীল। দেখা গেছে, চা বাগানের শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষায় প্রদত্ত সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলো হতে বঞ্চিত। চা-বাগানের পুর“ষ শিশুরা বাগানের বাইরের শিক্ষাক্ষেত্রগুলোতে প্রবেশ করলেও অত্যন্ড় নগণ্য সংখ্যক নারী শিশু বাগানের বাইরে পা রেখেছে।

নারীর উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

শিক্ষার উচ্চতর স্ড়রে ব্যাপক জেন্ডার অসমতা দূর করার জন্য উচ্চ শিক্ষায় নারীর প্রবেশ নিশ্চিত করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী করে আসছে নারীগোষ্ঠী। গত তিনটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ শিক্ষার উচ্চস্ড়রে জেন্ডার অসমতা দূরীকরণে প্রভাবশালী ভূমিকা রাখবে। তবে এই সঙ্গে এই সুযোগগুলো গ্রহণ করার জন্য নারীকে অন্যান্য সহায়তা বিশেষ করে চলাচলের নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, অর্থের অভাবের চাইতে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণেই নারীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। গত কয়েক বছর ধরেই নারী গোষ্ঠী শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুযোগগুলো যথাযথভাবে গ্রহণের জন্য সহায়ক সুযোগ-সুবিধাগুলো ছাত্রীদেরকে প্রদানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী করে আসছে। কিন্তু কোনো বাজেটেই নারীর এই দাবী বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি। যেমন, নিরাপদ পরিবহন সুযোগ নারীর শিক্ষা গ্রহণের জন্য জর“রি। কিন্তু নারীকে এই সুযোগটি প্রদানের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু চলতি বাজেটে ৪০ বা ততোধিক আসন বিশিষ্ট বাস আমদানির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। ফলে বড় বাস আমদানি হ্রাস পাবে এবং ছোট বাস আমদানি বৃদ্ধি পাবে যা বিদ্যমান যানজটকে আরও সমস্যাসঙ্কুল করবে। তাছাড়া বাস চালকগণ উচ্চ ভ্যাটের দোহাই দিয়ে বাসভাড়াও বৃদ্ধি করার সুযোগ পাবে। আর্থ-সামাজিক এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের কারণে নারীরাই এই অবস্থার বেশি শিকার হবেন।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নারীর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এই লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে প্রতিটি বালিকা বিদ্যালয়ে কম্পিউটার এবং ল্যাবরেটরী প্রদানের জন্য।

আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা অতি জরুরি। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষমতায়নের একটি জরুরি শর্ত। গত কয়েকটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গৃহীত কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রীর উপর শূণ্য শুল্ক ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল ছিল। শূন্য শুল্কের কারণে কম্পিউটারের সুলভ প্রাপ্যতা নারীর কম্পিউটার ব্যবহার বৃদ্ধি করে তাদের তথ্য সম্পদে প্রবেশ করাকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল। তাছাড়া computer literacy নারীকে IT sector-এ প্রবেশের ক্ষেত্রেও সুযোগ করে দিয়েছিল। দেখা গেছে IT sector-এর উন্নয়নের জন্য একজন চাকুরীজীবির মা তার প্রসূতিকালীন সময়েও এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তার চাকুরি চালিয়ে যেতে পারেন এবং চাকুরির বয়োজ্যেষ্ঠতায় পুরুষের সমান থাকতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের, যারা বাংলাদেশের মোট নারীগোষ্ঠীর প্রায় ৮০ শতাংশ জুরে আছে, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। কারণ গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ বালিকা বিদ্যালয়েই কম্পিউটার নেই। বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য নারীগোষ্ঠী দাবী তুলে আসছে বহুদিন ধরে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূলে রয়েছে এই দাবীটির পূরণ। এই দাবী পূরণের লক্ষ্যে ২০১০-১১ বাজেটে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, ৭টি বিভাগে উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে কম্পিউটার প্রদান এবং কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ। এই প্রকল্পটি অত্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল।

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানকারী স্কুল এবং কম্পিউটার শিক্ষা প্রদানকারী স্কুলগুলোকে ভ্যাটের আওতার বাইরে রাখার ফলে নারীর শিক্ষার উপরে উচ্চ ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। নারীর IT sector-এ প্রবেশের ব্যাপারেও জরুরি ভূমিকা রাখবে এই পদক্ষেপ। কারণ, IT sector-এ প্রবেশের প্রথম শর্ত হলো computer literacy - যা দক্ষতার সঙ্গে অর্জন করার জন্য একটি জরুরি প্রয়োজন হলো ইংরেজি ভাষার উপর পর্যাপ্ত দখল থাকা। IT sector-এ প্রবেশ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি উপাদান।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেটে Internet service হতে মূসক (VAT) প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং চলতি বাজেটেও তা বহাল আছে। এই পদক্ষেপটি নারীকে তথ্য সম্পদ অর্জনে সহায়তা দেবে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রামগঞ্জের নারীকে মোবাইল ফোন নানাবিধ তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে। প্রথমত, মোবাইল ফোনের সহায়তার কারণে তারা এখন বিদেশে কর্মরত আত্মীয়স্বজনের পাঠানো remittance নিয়ে প্রতারিত হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানে কোথায় স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায়, কোথায় নালিশ জানাতে হবে ইত্যাদি। সবচাইতে বড় যে তথ্যটি তারা পাচ্ছে তা হলো, কৃষি সম্বন্ধীয় তথ্য। চাষী পরিবারের নারী সদস্যরা বলেছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তারা জেনে যায় কোথায় ভালো সার, ভালো বীজ, ভালো কীটনাশক ঔষধ পাওয়া যায়। হাঁস-মুরগি পালন সম্বন্ধেও প্রচুর তথ্য তারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পায়। এক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোবাইল ফোন প্রযুক্তিতে নারীর প্রবেশ আরও সহজ করা জরুরি। কিন্তু এই লক্ষ্যে এখনোও কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী উৎপাদক। অথচ এই শক্তিশালী উৎপাদকটি অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেট নারীকে কোনো সহায়তাই প্রদান করেনি। তাই গত কয়েক বছর ধরে

নারীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবী করে আসছিল নারীগোষ্ঠী। কিন্তু এই দাবী পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে কেবল নারীর জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখা জর˚রি ছিল। কিন্তু গত তিনটি অর্থবছরের বাজেটে এমন ধরনের কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। যার ফলে দেখা গেছে, সরকারি যে Vocational Institute গুলো আছে তাতে ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ হচ্ছে মহিলা। মেয়েদের জন্য আলাদা Vocational Training Institute না থাকার জন্য তাদের ভর্তি এত কম হয়েছে। সামাজিক রক্ষণশীলতা বিশেষ করে পর্দা প্রথার কারণে adolesent বয়সের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে একই স্কুলে যেতে পারে না। Dircetorate of Technical Education মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্ড়রের স্কুলগুলোতে ভোকেশনাল ও কম্পিউটার কোর্স চালু করেছে। কিন্তু দেখা গেছে এই কোর্স ঢাকা শহরের কয়েকটি মহিলা বিদ্যালয় এবং কলেজ ছাড়া আর কোথাও কোনো মহিলা বিদ্যালয় বা কলেজে চালু করা হয়নি।

তাই দেখা গেছে, শিক্ষা নারীকে শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য যথেষ্টভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারেনি। দেখা গেছে, নারীর শিক্ষা যত বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্বের হারও তত বৃদ্ধি পেয়েছে। পুর˚ষদের বেকারত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষা স্ড়র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। তবে নারীর চাইতে অনেক কম হারে। শিক্ষা নারীর মজুরির হারও বৃদ্ধি করতে পারেনি। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, গত ৭ বছরে গার্মেন্ট শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ হারে। অথচ সেই সময়ে নারী গার্মেন্ট শ্রমিকের শিক্ষাস্ড়র বৃদ্ধি পেয়েছে তৃতীয় শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ড় (Paul-Majumder and Begum 2006)। এই অতিরিক্ত তিনটি শিক্ষা বছরের জন্য তাদের বেতন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল ৩০ শতাংশ (প্রতি বছর শিক্ষার জন্য ১০ শতাংশ হারে)। এই ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রমবাজারে যে ধরনের শিক্ষার চাহিদা রয়েছে সে ধরনের শিক্ষা নারীরা পাননি। আর একটি কারণ হলো, অধিকহারে মাদ্রাসা শিক্ষায় মেয়েদের প্রবেশ যা পূর্বেই উলেণ্ডখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা বাজেটে বেশকিছু জেন্ডার সংবেদনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরেও এই বাজেটটি জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনের পথে অনেক পিছিয়ে আছে। শিক্ষা বাজেটকে পুরোপুরি জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য জর˚রি প্রয়োজন হলো, উচ্চ শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি, দক্ষতা প্রশিক্ষণ যা ক্ষমতায়নের জন্য অত্যন্ড় প্রভাবশালী সেগুলোতে নারীর প্রবেশকে সুবিধাজনক করার জন্য যথেষ্টভাবে বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তবে বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেটের একটি বড় দুর্বলতা হলো অপ্রতুল বরাদ্দ। শিক্ষা ক্ষেত্রের বরাদ্দ বাংলাদেশের GDP'র মাত্র ২ শতাংশ যেখানে SAARC ভুক্ত দেশ ভারতে এই অংশ ৪ শতাংশ এবং মালদ্বীপে এই অংশ ৯ শতাংশেরও বেশি। সম্প্রতি ঘোষিত শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ড় শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষাস্ড়রে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। যার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনেক বেশি বরাদ্দ প্রয়োজন। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের শিক্ষামান উন্নত করতে হবে এবং বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু বাজেটে এজন্য যথেষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ রাখা হয়নি।

৩.৩। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নারীগোষ্ঠীর দাবীর প্রতিফলন এবং স্বাস্থ্য বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা

বাংলাদেশে গত ১০ বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের বাঁচার সম্ভাবনা (Life Expectancy) বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে যে লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে তা হলো বাঁচার সম্ভাবনায় জেন্ডার সমতা অর্জন। আজ বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের বাঁচার সম্ভাবনা প্রায় সমান হয়ে গেছে। বরং নারীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা পুরুষের চাইতে কিছুটা বেশি হয়েছে। Sample Vital Registration System 2006 অনুযায়ী বাংলাদেশের একজন পুরুষের জন্মের পর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা গড়ে ৬৪.৭ বৎসর যেখানে একজন নারীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা গড়ে ৬৫.৯ বৎসর। ১৯৯০ সালে নারী ও পুরুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল গড়ে যথাক্রমে ৫৫.৪ বছর এবং ৫৬.৬ বছর। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এই লক্ষণীয় উন্নতি হওয়ার পরেও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক জেন্ডার ফারাক রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত রোগ ভোগের প্রকৃতি বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা যায় রোগভোগে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ব্যাপকভাবে। বয়স-স্তর ভেদে রোগভোগের প্রকৃতি দারুণভাবে ভিন্ন হয়েছে। জনমিতিক সমীক্ষার ফলাফল হতে দেখা যায়, ১৫-৫৯ বৎসর বয়স দলে যে পুরুষরা আছেন তাদের স্বাস্থ্যের তুলনায় এই বয়সের বাংলাদেশী নারীদের স্বাস্থ্য অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। অথচ এই বয়সটি হলো একজন মানুষের জীবনের সবচাইতে কর্মঠ সময়। এই বয়সেই নারীরা অসুস্থ থাকেন বেশি আর এই বয়স সীমার মধ্যেই নারী মা হন। অতিরিক্ত রোগ প্রবণতা থেকে নারীকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ থাকা জরুরি। কিন্তু গত দশ বছরের জাতীয় বাজেটে এ ধরনের কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রসূতিদের স্বাস্থ্য অবস্থাও খুব খারাপ। মাতৃমৃত্যুর হার অতি উচ্চ। দেখা গেছে, ১৯৯০ সালে দেশে মাতৃমৃত্যুর হার যেখানে প্রতি লাখে ৫৭৪ জন ছিল সেখানে ২০০২ সালে এই হার হ্রাস পেয়ে হয় ৩৫১ জনে। মাতৃমৃত্যু হ্রাসের এই হার বহাল থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার দাঁড়াবে প্রতি লাখ প্রসূতি মায়ের মধ্যে ৩১০ জন। এই অবস্থায় নারী স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নারীগোষ্ঠী নানা দাবী করে আসছে গত কয়েক বছর ধরে। এই দাবীগুলো গত কয়েকটি অর্থবছরের বাজেটে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে নিম্নে।

নারীর জন্য শুধুমাত্র প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নয়, সাধারণ স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে

নারীর একটি বিশেষ দাবী ছিল প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে সঙ্গে নারীকে সধারণ স্বাস্থ্য সেবা দিতে হবে। কিন্তু এই দাবী সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয় বাজেটে। গত তিন বছরের বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা যায়, পূর্বের মতো বেশিরভাগ পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করে। ২০০০-০১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের বাজেটে কেবল নারীর জন্য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সঙ্গে ২০১০-১১ অর্থবছরে গৃহীত একই ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর একটি তুলনামুলক চিত্র সারণি ২-এ তুলে ধরা হয়েছে। সারণিটি হতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ প্রকল্পই পরিবার পরিকল্পনা এবং নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত। অবশ্য ২০১০-১১ অর্থবছরে নারীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাঁচটি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, ৬টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ ইত্যাদি পদক্ষেপ নারীস্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

নারীকে কেবল প্রজনন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, নারীর স্বাস্থ্যের জন্য বরাদ্দও অতি সামান্য করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাতের বাজেট বরাদ্দ বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা

যায়, ২০০০-০১ অর্থবছরের বাজেটে এই অংশ ছিল মাত্র মোট স্বাস্থ্য বাজেটের ০.০১ শতাংশ, যা চলতি বাজেটে (২০১০-১১) সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১.৩০ শতাংশে।

সারণি ২

২০০০-০১ এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা সেক্টরের উন্নয়ন বাজেটে গৃহীত প্রকল্পসমূহ

	অর্থবছর ২০০০-০১	অর্থবছর ২০১০-১১
স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ	১. পলণ্টী সমবায়ের মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবাদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ২. পলণ্টী মাতৃকেন্দ্রের মাধ্যমে জনসংখ্যা কার্যক্রম জোরদারকরণ-৫ম পর্যায় *কারিগরি সহায়তা* ১. এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যু ২. এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যু ৩. ফেলোশীপ প্রোগ্রাম ফর ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট অব বিপিএটিসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ ৪. এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যু ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কাস ৫. ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এন্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এডুকেশন ফর টি পণ্টানটেশন ওয়ার্কাস ৬. ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এন্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ এডুকেশন সার্ভিসেস ফর টি গার্মেন্টস ওয়ার্কাস	১. ৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন (ঝিনাইদহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, চাঁদপুর ও হবিগঞ্জ) ২. ৬টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মাণ ৩. দুররে সামাদ রহমান রেড ক্রিসেন্ট মহিলা মেডিকেল কলেজ, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ, চৌহাট্টা, সিলেট *কারিগরি সহায়তা* ৪. ইনভলভমেন্ট অব পার্লামেন্টারিয়ানস ইন রিপ্রোডাকটিভ হেলথ, রিপ্রোডাকটিভ রাইট এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ৫. এডভোকেসী অন রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজ থ্রু ডিপার্টমেন্ট অব মাস কম্যুনিকেশন (৩য় পর্যায়)

মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস করার জন্য গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের জন্য সব রকমের স্বাস্থ্য সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে এবং ঘরে ঘরে নিরাপদ প্রসব সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাজেটে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয় তা নারীর প্রকৃত প্রজনন স্বাস্থ্য প্রয়োজন মেটাতে সফল হয়েছে অতি সামান্যই। এবারের উন্নয়ন বাজেটে যে ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কেবল নারীর জন্য তার প্রায় প্রতিটি প্রকল্পই হলো প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধি এবং প্রচার বিষয়ক। নিরাপদ প্রসব এবং মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য জরর্ুরি উপকরণ এবং সেবা যেমন- Anti-natal Care (ANC), Post-natal Care (PNC), প্রসবকালীন জরর্ুরি সেবা, প্রসব সেবা (delivery assistance) ইত্যাদি প্রদানের জন্য কেবল নারীকে লক্ষ্যভূত করে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। এই সেবাগুলো সাধারণের জন্য গৃহীত অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। অথচ এই সেবাগুলো একান্ড়ই প্রসূতি নারীর প্রয়োজন, গর্ভাবস্থার কারণে যাদের চলাফেরা সীমিত এবং বাংলাদেশে বিদ্যমান নানা সামাজিক প্রথা এবং কৃষ্টিজনিত কারণের জন্য যারা জনসমক্ষে চলাফেরা করতে পারেন না। তাই নারীগোষ্ঠী দাবী করেছিল গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের জন্য সব রকমের স্বাস্থ্য সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে এবং ঘরে ঘরে নিরাপদ প্রসব সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাজেটে ভ্রাম্যমান ক্লিনিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। নারীর এই দাবী বিবেচনায় গ্রহণ করে এখন পর্যন্ড় কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এদিকে সরকারি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং সরকারি হাসপাতালগুলো থানা, উপজেলা, এবং জেলাগুলোতে অবস্থিত। বেসরকারি ক্ষেত্রে যে ক্লিনিক এবং হাসপাতাল হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিই জেলা এবং রাজধানী ঢাকা শহরে অবস্থিত। অথচ প্রায় ৭০ শতাংশ নারীই বাস করেন গ্রামে। সরকারি

স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোতে ঔষধ, যন্ত্রপাতি, নার্স এবং ডাক্তারের তীব্র অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে মহিলা ডাক্তারের অভাব মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ। জানা গেছে, মহিলা ডাক্তারের অভাবে অনেক প্রসূতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন না। ফলে আজও শতকরা ৮৩টি শিশুর জন্ম হয় ঘরে গ্রাম্যধাত্রীর সহায়তায়। বেশিরভাগ (প্রায় ৮০ শতাংশ) মাতৃমৃত্যুই ঘটে যখন অশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ঘরে প্রসব হয়। যার ফলে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের ব্যাপারে বাংলাদেশ MDG'র লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার Health, Nutrition and Population Sector Programme (HNPSP) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার বিশেষ লক্ষ্যই হচ্ছে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি করা। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করছে এর পরেও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি। Bangladesh Demographic and Health Survey কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিককালের এক জরিপের তথ্য থেকে জানা যায়, ৪০ শতাংশ গর্ভবতী মহিলাই কোনো ANC গ্রহণ করেনি। যদিও HNPSP'র লক্ষ্য ছিল শতভাগ গর্ভবতী নারীকে এই প্রকল্পের সেবা প্রদান করা। এই জরিপের তথ্য বিশেণ্টষণ করলে দেখা যায়, মাত্র ২০ শতাংশ মহিলা নির্ধারিত ৪ বার ANC গ্রহণ করেছেন। PNC'র বেলায়ও একই চিত্র লক্ষ করা যায়। মাত্র ২১ শতাংশ প্রসূতি নারী PNC গ্রহণ করেছেন।

প্রসূতিদের সহায়তা দেওয়ার জন্য কিছু Safety net প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে গত অর্থবছরের বাজেটগুলোতে। তার মধ্যে Maternal Health Voucher Scheme এবং Urban Primary Health Care Project অন্যতম। Maternal Health Voucher প্রকল্পটি HNPSP'র আওতায় দরিদ্র পরিবারের প্রসূতি মায়েদের লক্ষ্য করে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসূতি মায়ের প্রকৃত প্রয়োজন যে এই প্রকল্পের কার্যক্রম মেটাতে পারেনি তা পূর্বেই উলেণ্টখ করা হয়েছে। Urban Primary Health Care প্রকল্পটিও শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, এই প্রকল্পের উপকারভোগীদের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশই হচ্ছে নারী ও শিশু। এই প্রকল্পটির কার্যক্রম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বস্তি এলাকা ভিত্তিক। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নারীরা অধিক সংখ্যায় সেবা গ্রহণ করতে আসে। কারণ হিসেবে তারা উলেণ্টখ করেছেন বস্তির সঙ্গে কেন্দ্রের নৈকট্য। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও চালুকরণ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যেই ৯,৫২৫টি ক্লিনিক চালু করা হয়ে গেছে। সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়, ইতোমধ্যেই এই ক্লিনিকগুলোর জন্য ৪০,০০০ স্বাস্থ্য কর্মী নির্বাচন পর্ব শুরু হয়ে গেছে। এই ক্লিনিকগুলো গ্রামীণ নারীকে নিরাপদ প্রসবের সুযোগ প্রদান করতে পারবে অধিক হারে যেহেতু এগুলো গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় স্থাপিত হবে।

পূর্বে দ্বারে দ্বারে গিয়ে গ্রামীণ মহিলাদেরকে পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় জন্মনিরোধক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হতো। কিন্তু এখন তা আর করা হয় না। গ্রামীণ মহিলাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে এসে এই সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতে হয়। এই ব্যবস্থা গ্রহণের সময় নীতি নির্ধারকগণ বাংলাদেশের সমাজ এবং কৃষ্টি বিবেচনায় গ্রহণ করেননি। কারণ দেখা গেছে, গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে জন্মনিরোধক সরঞ্জামাদির বিক্রী দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে দারুণভাবে। চলতি অর্থবছরে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনায় এই সমস্যাটি উঠে এসেছিল এবং দাবী করা হয়েছিল পরিবার পরিকল্পনা সরঞ্জামাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে পূর্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং এজন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে। কিন্তু এই লক্ষ্যে বরাদ্দ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি করা হয়নি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সার্বিকভাবে দেশের ক্ষতি হলেও এই সমস্যা নারীকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় করে তাদের স্বাস্থ্যগত দিক থেকে, শ্রমবাজারে প্রবেশের দিক থেকে, এমনকি তার বেঁচে থাকার দিক থেকেও যেহেতু বহুমাতৃত্ব অনেক ক্ষেত্রে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেয়। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ঠিকমত কাজ করলে ঘরে ঘরে জন্মনিরোধক সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এই ক্লিনিকগুলিতে নিয়োজিত পুষ্টি এবং হেলথকেয়ার সরবরাহকারীদের মাধ্যমে ঘরে ঘরে জন্মনিরোধক সরঞ্জামাদি সহজেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে প্রসূতির স্বাস্থ্য অবস্থা খারাপ থাকার পেছনে স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা একটি প্রভাবশালী কারণ হলেও এর প্রধান কারণ হলো, মাতৃমৃত্যু সমস্যার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়নি সঠিকভাবে। যেমন, মাতৃমৃত্যু বহুলাংশেই নির্ভর করে নারীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর এবং নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য যে পুর―ষের চাইতে অনেক খারাপ এই সত্যটি অনুধাবন করে জাতীয় বাজেটে নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা জর―রি ছিল। কিন্তু এই সত্যটি বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময়। তাই গত তিন বছরের বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায়, পূর্বের মতোই বেশিরভাগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে নারীর কেবল প্রজনন স্বাস্থ্যকে লক্ষ্য করে। সময়ের অতিক্রমণে মাতৃমৃত্যুর সমস্যার গতিপ্রকৃতি এবং কারণও যে বদলেছে - এই সত্যটিও বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময়। যেমন, আজ নারীর শ্রমবাজারে প্রবেশের ফলে বৃত্তিয় ঝুঁকি মাতৃমৃত্যুর একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্বে ছিল না। তাছাড়া দেখা গেছে, এই সমস্যার কারণে শ্রমবাজার হতে অবসর গ্রহণের বয়স পর্যন্ড় পৌঁছানোর অনেক আগেই নারীকে শ্রমবাজার থেকে নিজেকে তুলে নিতে হয় (Paul-Majumder 2003)। নারীগোষ্ঠী গত কয়েক বছর ধরেই নারীর বৃত্তিয় স্বাস্থ্য ঝুঁকি (occupational health hazard) সমস্যা সমাধানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী করে আসছে। কিন্তু গত তিনটি অর্থবছরের বাজেটে এই লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রতিটি বাজেটেই সনাতনীভাবে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ হলো বাল্য বিবাহ এবং বাল্য মাতৃত্ব। UNICEF-এর State of the World's Children 2009 অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬৪ শতাংশ নারীর বিবাহ হয় ১৮ বৎসর বয়সে পৌঁছার পূর্বেই, যদিও ১৯৮৪ সালেই বাংলাদেশ সরকার নারীর বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য করেছিল ১৮ বৎসর এবং পুর―ষের জন্য ২১ বৎসর। বাল্য বিবাহ কেবল বাল্য বিবাহেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দেখা গেছে, যাদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয় তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশই প্রথম মা হয় ১৯ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই। UNICEF 2007 রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯ বছরের আগে যারা প্রথম মা হয় তাদের মৃত্যু হার ২০-২৪ বৎসর বয়সে যারা প্রথম মা হয় তাদের মৃত্যু হারের চাইতে পাঁচগুণ বেশি। অথচ বাল্য বিবাহ এবং বাল্যমাতৃত্ব রোধ করার জন্য কোনো কার্যকর বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মনে করা হয়েছে, নারীর জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি হলেই বাল্য বিবাহ বন্ধ হবে। তাই নারীর জন্য শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যই গত কয়েক বছরের বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করে দারিদ্র্য অবস্থার উন্নতি করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বাজেটে। কিন্তু বাল্য বিবাহের জন্য যে নারীর নিরাপত্তাহীনতা একটি বড় কারণ এই সত্যটি অনুধাবন করা হয়নি বাজেট প্রণয়ন করার সময়। তাই নারীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

যৌতুক প্রথাও বাল্য বিবাহের একটি কারণ। এই প্রথা রোধ করার জন্য যৌতুক বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এই আইন কার্যকর করার জন্য কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। নারীর নিম্ন শিক্ষা স্তরও বাল্য বিবাহ এবং বাল্য মাতা হওয়ার জন্য শক্তিশালী দায়ী উৎপাদক। আজও ৭ বৎসরোর্ধ্ব মোট নারী জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই স্বাক্ষরহীন। দেখা গেছে, যে মেয়েরা ১৯ বৎসর বয়সে পৌঁছার পূর্বে গর্ভবতী হয়েছে তাদের মধ্যে অর্ধেকেরই কোনো শিক্ষা নেই (UNICEF এর State of the World's Children 2009)। দারিদ্র্যও মাতৃমৃত্যুর একটি বড় কারণ। নানা রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের কারণে দারিদ্র্য অবস্থার কিছু উন্নতি হলেও এখনও দারিদ্র্য বিস্তৃত এবং গভীর। মাতৃমৃত্যুর এই কারণগুলো বিবেচনায় গ্রহণ করে বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য কার্যকর বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

নারীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস এবং নারী নির্যাতন বাংলাদেশের নারীর একটি বিস্তৃত একক সমস্যা। এই সমস্যা নারীর মানসিক এবং শারীরিক উভয় স্বাস্থ্যই দারুন নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নারী বহুদিন ধরেই দাবী করে আসছিল। এই লক্ষ্যে নারীর উপর সন্ত্রাস দমনের জন্য আইন প্রণয়ন ছাড়াও দু'একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক হেড কোয়ার্টারে One Stop Crisis Centre স্থাপন এবং এই সঙ্গে Hot Line System-এর সংযোগ। এসিড দগ্ধ মহিলাদের জন্য একটি Safety net প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো যে নারীর উপর সহিংসতা বন্ধের ব্যাপারে ভূমিকা রাখবে সামান্যই, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইদানীং নারীর উপর সহিংসতার ঘটনাগুলো অনুধাবন করলে। আজ "ইভ টিজিং" একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সহিংসতা রোধ করার জন্য জরুরি প্রয়োজন হলো প্রশাসনকে শক্তিশালী করা, বিশেষ করে পুলিশ বিভাগকে শক্তিশালী করা। কিন্তু এ ব্যাপারে সামান্যই বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাধারণভাবে প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন চলতি অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় এবং বেশকিছু সংস্কার পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই সংস্কার পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সবচাইতে বেশি নারীবান্ধব পদক্ষেপটি হচ্ছে "শিল্পায়ন পুলিশ" গঠনের কার্যক্রমটি। শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীদের সুরক্ষার জন্য এই ধরনের পুলিশকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করার জন্য উন্নয়ন বাজেটে প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা জরুরি। একইভাবে জরুরি বাজেটীয় প্রণোদনা প্রদান করা। কিন্তু সেই লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি এবারের বাজেটে। তাছাড়া নারীর মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

উপরোক্ত সব আলোচনা বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য বাজেট বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই প্রকাশ পায় যে, স্বাস্থ্য বাজেটের উপর জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের দাবীতে নারীর গত কয়েক বছরের আন্দোলনের প্রভাব সামান্যই পরেছে। স্বাস্থ্য বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো নারীর প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে গ্রহণ করতে হবে। এই জন্য নীতিনির্ধারকদের তৃণমূলের নারীর কথা শুনতে হবে এবং বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩.৪। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে নারীর দাবীর প্রতিফলন এবং কৃষি ও শিল্প বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা

৩.৪.১। কৃষি ক্ষেত্রে নারীর দাবীর প্রতিফলন

গত তিনটি অর্থবছরে কৃষি ক্ষেত্রের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই ক্ষেত্রের জন্য উত্থাপিত নারীর কোনো দাবীরই প্রতিফলন ঘটেনি। ফলে এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীগোষ্ঠী এই ক্ষেত্রে গৃহীত বাজেটীয় পদক্ষেপগুলো হতে কোনো উপকারই পাননি যদিও কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ কৃষিক্ষেত্রে নারীর সনাতনী কাজ সম্পর্কিত ছিল। কিন্তু কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে নারী ঐ পদক্ষেপগুলো হতে কোনো উপকার গ্রহণ করতে পারেনি। যেমন, পোল্ট্রি খামারকে বিশ্ব মন্দার প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য ১০০ কোটি টাকার যে প্রণোদনা পেকেজ সৃষ্টি করা হয়েছিল তার থেকে নারী খামারীরা কোনো সুবিধাই পায়নি। অথচ বাংলাদেশের নারীরা হাঁস-মুরগি এবং গবাদি-পশু পালনে নিয়োজিত আছেন যুগের পর যুগ। কিন্তু পোল্ট্রি খামারী হিসাবে কোনো স্বীকৃতি পায়নি বলে এই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে নারী উপকারই পায়নি।

কৃষিক্ষেত্রের জন্য গৃহীত বাজেটীয় বরাদ্দ এবং বাজেটীয় প্রণোদনা নারী কৃষকের দিকে প্রবাহিত করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং পোল্ট্রি ও গবাদিপশু খামার উন্নয়নে কেবল নারীর জন্য কিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সনাতনীভাবে বাংলাদেশের নারী কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত আছে। দেখা গেছে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নারী প্রায় ৬০-৮০ শতাংশ শ্রম দান করে। যেমন- আলু উৎপাদনে বীজ সংরক্ষণ থেকে আরম্ভ করে ক্ষেত্র প্রস্তুত, বপন, সংগ্রহ এবং গুদামজাতকরণ প্রায় এককভাবে নারী করে। কিন্তু তারা আলু চাষী হিসেবে চিহ্নিত নন। হাঁস-মুরগি এবং গবাদি-পশু পালনেও নারীদের সনাতনী দক্ষতা আছে। কিন্তু তারা কৃষক হিসেবে স্বীকৃত নন। ফলে কৃষিতে প্রদত্ত ভর্তুকি, ঋণ, সার বীজ ইত্যাদি সুবিধাগুলোর কোনোটিই তারা গ্রহণ করতে পারে না। অথচ গত কয়েক বছর ধরেই বাজেটে কৃষির বিভিন্ন খাতে বিরাট আকারের ভর্তুকি এবং রাজস্ব প্রণোদনা দিয়ে কৃষি উৎপাদন উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই ভর্তুকি এবং প্রণোদনা নারী কৃষকের দিকে প্রবাহিত করার জন্য বিশেষ বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দাবী করে আসছে নারী গোষ্ঠী। তাদের এই দাবীর প্রতিফলন ঘটেনি গত তিনটি অর্থবছরের কোনো বাজেটে। অথচ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের একটি শর্ত হচ্ছে আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা এবং সৃজনশীলতা আছে তার স্ফূরণ ঘটানোর জন্য যথাযথ বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কিন্তু নারীর মধ্যে যে সনাতনী দক্ষতা আছে, যে সম্ভাবনা আছে তার স্ফূরণ ঘটানোর জন্য কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ইদানিং দেখা গেছে, নারীর মধ্যে রয়েছে শাকসব্জি এমনকি ধানের উন্নত বীজ আবিষ্কারের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা। দেখা গেছে, গত বছর হতে উত্তর বঙ্গের নারীরা বিপুল পরিমাণে শাকসবজি এবং ধানের উন্নত বীজ উৎপন্ন করছে। তাদেরকে প্রণোদনা দেওয়ার জন্য বগুড়া ভিত্তিক Rural Development Academy (RDA), International Finance Corporation South Asia Enterprise Development Facility (IFC-SEDF) এবং কৃষি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে একটি মেলার ব্যবস্থা করেছে (১৪-১৫ জুন ২০০৮) সেখানে প্রায় ৪০০ জন মহিলা তাদের উৎপাদিত উন্নত বীজ প্রদর্শন করেছেন। অথচ এই নারীগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা কিংবা তাদেরকে আরও সহায়তা প্রদানের জন্য কোনো ভর্তুকি, কিংবা প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করে গত তিন বছরের বাজেটে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এই গোষ্ঠীকে প্রণোদনা দিলে যে কেবল নারীরই সম্পদ ভিত্তি শক্তিশালী হতো তা নয়, শক্তিশালী হতো দেশের কৃষিক্ষেত্র যেখানে ৯.৩২ মেট্রিক টন বিভিন্ন বীজের চাহিদা রয়েছে এবং চাহিদার মাত্র ১৩ শতাংশ পূরণ করা হয় দেশে উৎপাদিত বীজ দিয়ে আর বাকি ৮৭ শতাংশই পূরণ করা হয় বিদেশ হতে

বীজ আমদানি করে যার জন্য ব্যয় হয় আমাদের রাজস্ব আয়ের একটি বিরাট অংশ। আমদানির উপর এই বিরাট রাজস্ব ব্যয়ও সাশ্রয় হবে যদি নারীকে বীজ উৎপাদনে সহায়তা দেওয়া হয় রাজস্ব প্রণোদনার মাধ্যমে। রাজস্ব প্রণোদনার মাধ্যমে উন্নত জাতের বীজ বৃহদাকারে উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের seed wing হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বীজের বাজার চাহিদার মূল্য দাঁড়িয়েছে ৪৩৬ মিলিয়ন ডলারে।

তবে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে গৃহীত বীজ উৎপাদন এবং বীজ বিপণন থেকে উদ্ভূত আয়কে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত করমুক্ত রাখার পদক্ষেপটি জেন্ডার সংবেদনশীল। এই পদক্ষেপটি আরও জেন্ডার সংবেদনশীল হতো যদি নারী মালিকানাধীন এবং নারী পরিচালিত বীজ প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় আরও বেশি সময়ের জন্য (যেমন ২০২৫ সাল পর্যন্ত) করমুক্ত রাখা হতো।

কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীকে লক্ষ্যভূত করে কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা না হলেও প্রতি অর্থবছরেই কৃষি বাজেটে বেশকিছু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলোর কার্যক্রম নারীর উন্নয়নের উপর প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্পগুলোতে নারীর জন্য কোনো অংশ আলাদা করে রাখা হয় না। ফলে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে ঐ প্রকল্পগুলোর উপকার নারী কৃষকরা অতি সামান্যই ভোগ করতে পেরেছে।

গার্হস্থ্য উদ্যান পরিচর্যা খাতে কেবল নারীর জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

গার্হস্থ্য উদ্যান পরিচর্যায় নারী মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং দেখা গেছে, এই ক্ষেত্রে নারীর একটি সহজাত দক্ষতা আছে। এই দক্ষতার স্ফূরণ ঘটানোর জন্য তাই নারী দাবী করেছিল গার্হস্থ্য উদ্যান পরিচর্যা খাতে কেবল নারীর জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু গত তিনটি অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই দাবীর প্রতিফলন ঘটেনি কোনো বাজেটে।

এই আলোচনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিচারে কৃষি বাজেট অনেক পিছিয়ে আছে।

৩.৪.২। শিল্প ক্ষেত্রে নারীর দাবীর প্রতিফলন

শিল্প ক্ষেত্রটি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়নেও এই ক্ষেত্রটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে। কিন্তু নানা আর্থ-সামাজিক কারণে এই ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ অতি সীমিত। আবার যারা নিয়োজিত আছেন তারাও ওই ক্ষেত্রে গৃহীত বাজেটীয় পদক্ষেপের কোনো উপকারই ভোগ করতে পারেন না। যেহেতু তাদের বেশিরভাগই নিয়োজিত আছেন গুটি কয়েক অতি নিম্ন আয়ের কর্মে। মহিলাদের শিল্পক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করা বা শিল্পক্ষেত্রে তাদের প্রবেশ সহজ করা অথবা যারা নিয়োজিত আছেন তাদের কর্মের উৎপাদনশীলতা কিংবা লাভজনকতা বৃদ্ধি করার জন্য কোনো পদক্ষেপই জাতীয় বাজেটে গ্রহণ করা হয়নি। ফলে জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনের পথে শিল্প বাজেট অনেক পিছিয়ে আছে। শিল্প ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য গত কয়েক বছর ধরে নারী যে দাবীগুলো করে আসছে জাতীয় বাজেটে তার কতটা প্রতিফলন ঘটেছে তার বিশ্লেষণ করলেও একই সত্য প্রকাশ পায়।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানত মুক্ত এবং স্বল্প-সুদের ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাজেটীয় প্রণোদনা দিতে হবে।

নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রভূত সৃজনশীলতা এবং সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অর্থ সম্পদ কিংবা ভূমি সম্পদ না থাকায় তারা তাদের এই সৃজনশীলতা এবং সম্ভাবনার স্ফূরণ ঘটাতে পারছে না। তাই নারীগোষ্ঠী দাবী করেছিল নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে জামানত মুক্ত এবং স্বল্প-সুদের ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাজেটীয় প্রণোদনা দিতে হবে। এই লক্ষ্যে সামান্যই বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯-১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা যায় এই দুটি বাজেটে দেশের শিল্পায়নের জন্য SME খাতের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। SME খাতটি নারীবান্ধব। এই খাতের উন্নয়ন লক্ষ্য এবং উন্নয়ন কৌশল উভয়ই জেন্ডার সংবেদনশীল। বৃহৎ সম্পদ ও উচ্চ প্রযুক্তিতে নারীর সীমিত প্রবেশাধিকারের কারণে নারী উদ্যোক্তাগণ SME খাতেই সীমাবদ্ধ আছেন। এই খাতে নারী উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রতিভা এবং সম্ভাবনা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু নারী উদ্যোক্তারা এই খাতে কিছু সফলতা অর্জন করলেও তারা একই খাতের পুরুষ উদ্যোক্তাদের অনেক পেছনে পরে আছেন। এই অসমতা দূর করার জন্য বিশেষ রাজস্ব প্রণোদনা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ জরুরি। কিন্তু সেই লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অবশ্য গত তিনটি অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু জেন্ডার সংবেদনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন, এক সার্কুলারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে নির্দেশ দিয়েছে SME ব্রাঞ্চ খোলার জন্য এবং আরও নির্দেশ দিয়েছে এই ব্রাঞ্চ বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারের বাইরে স্থাপন করতে হবে। SME ঋণের অন্তত ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রদানের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এবং নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদত্ত ঋণের সুদের হার ১০ শতাংশ করা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় উলেণ্ঢখ করেছেন প্রতিটি SME ব্রাঞ্চে আবশ্যিকভাবে Women Entrepreneurs' Dedicated Desk খোলা হবে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে অনেক বছর আগেই মহিলা বিভাগ খোলা হয়েছিল। কিন্তু গত দশ বছরেও নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যথেষ্টভাবে উৎসাহিত করা যায়নি। ফলে এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কাঙ্খিত ফল অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এখানে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যথেষ্টভাবে উৎসাহিত করার জন্য SME ক্ষেত্রে কিছু কর প্রণোদনা (tax incentive) প্রদান করা জরুরি ছিল। নারীর জন্য একটি পৃথক ব্যাংক স্থাপন করার জন্য বিভিন্ন উৎস হতে প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রবাহ উৎসাহিত করার জন্যও কর প্রণোদনা দেওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু গত দশ বছরের রাজস্ব বাজেট বিশেণ্ঢষণ করে দেখা গেছে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় এই সম্ভাবনাময় নারীগোষ্ঠীকে বিবেচনায় গ্রহণ করে এই ধরনের কর প্রণোদনা প্রদানের জন্য কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সম্পদে প্রবেশের ব্যাপারে বাংলাদেশের নারীর প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা রয়েই গিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই নারীগোষ্ঠী এই প্রণোদনার জন্য দাবী করে আসছে। কিন্তু বরাবরের মতো চলতি বাজেটেও এ ধরনের রাজস্ব প্রণোদনা দেওয়ার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

গত কয়েক বছরের রাজস্ব বাজেটে যখন কালো টাকা সাদা করা অথবা অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল তখন থেকেই নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত করার জন্য নারী গোষ্ঠী দাবী করছিল এই সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে কিছু gender specific শর্ত জুড়ে দেওয়ার জন্য। যেমন:

(১) অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ হবে যদি নারীর নামে প্রদর্শন করা হয়।

(২) অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ হবে যদি নারীবান্ধব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। যেমন- কর্মজীবি নারীর জন্য হোস্টেল তৈরি; নারীর জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন; গার্মেন্ট শ্রমিকের জন্য বহুতল আবাসন তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্র।

এই শর্তগুলো জুড়ে দিলে নারীর সম্পদের ভিতটি শক্ত এবং প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যা নারীর সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানোর জন্য জরুরি। কিন্তু এরকম কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। গত কয়েকটি বাজেটের মতো এবারের বাজেটও অপ্রদর্শিত টাকা বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবারও gender specific কোনো শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়নি।

শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেওয়ার জন্য রাজস্ব এবং উন্নয়ন এই উভয় বাজেটে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গত কয়েক বছর ধরেই নারী উদ্যোক্তারা নানা ধরনের রাজস্ব প্রণোদনা দাবী করে আসছিলেন। কিন্তু তার কোনোটাই পূরণ হয়নি গত তিনটি অর্থবছরের বাজেটে। তবে গত তিনটি অর্থবছরের বাজেটেই SME খাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে মৌলিক কাঁচামালের শুল্কহার ৭ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা অত্যন্ত জেন্ডার সংবেদনশীল। যেহেতু নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে রয়েছে অসমতা সেহেতু নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দেওয়ার জন্য নারী মালিকানাধীন এবং নারী পরিচালিত শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের শুল্কহার ২ শতাংশ করা জরুরি ছিল। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে SME ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক কাঁচামালের আমদানির উপর duty'র হার হ্রাস করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রের প্রতিটি শিল্পের উপর একই হারে (৩ শতাংশ হারে) ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ দুটিও নারী উদ্যোক্তাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে সন্দেহ নেই। তবে এই বাজেটীয় পদক্ষেপ দুটি আরও জেন্ডার সংবেদনশীল হতো যদি নারীর দাবী বিবেচনায় গ্রহণ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ডিউটি এবং ভ্যাটের পরিমাণ আরও কমিয়ে দেওয়া হতো। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে আয়কর সীমা নারীর জন্য বৃদ্ধি করে একটি রাজস্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরেই নারীগোষ্ঠী দাবী করে আসছিল নারীকে সম্পত্তি দান করলে তার উপর থেকে gift tax তুলে দেওয়ার দাবী। এই ধরনের tax প্রদান মওকুফ করলে নারীর দিকে সম্পদ প্রবাহিত হওয়ার একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এ দাবী গুরুত্ব পায়নি কোনো বাজেটেই।

শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়ন বাজেটে নারীর জন্য যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটিই ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক যা নারীকে লাভজনক কাজে নিয়োজিত হতে সহায়তা করেনি। অথচ নারীগোষ্ঠী অবিরত দাবী করে আসছিল নারীকে ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহৎ ঋণে নারীর প্রবেশ সহজ করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার।

নারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বাজার সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

নারী উদ্যোক্তাদের আর একটি বিশেষ সমস্যা হলো তাদের উৎপাদিত পণ্য লাভজনক বাজারে বিক্রি করার সমস্যাটি। নানা আর্থ-সামাজিক কারণে নারী উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য লাভজনক বাজারে বিক্রি করতে পারে না। তাই নারী দাবী করেছিল নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের

বাজার সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নারীর এই দাবী পূরণের জন্য কোনো বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। SME ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য চলতি বাজেটে (২০১০-১১) একটি থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য। নারীর দাবী বিবেচনায় গ্রহণ করে নারী উদ্যোক্তার প্রতি ইতিবাচক বৈষম্য করে এই থোক বরাদ্দ হতে একটি অংশ বিপণনে সহায়তা প্রদানের জন্য বরাদ্দ রাখা জর—রি ছিল।

নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবীটিও পূরণ হয়নি কোনো অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে।

নারীর অন্যান্য দাবীগুলোও বিশেষ করে শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবীটি পূরণ করা হয়নি কোনো বাজেটে। এই দাবীটি পূরণ হলে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীলতার পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতো। কেননা গত কয়েক বছরে শিল্প ক্ষেত্রের শ্রম বাজারে বাংলাদেশের নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কিন্তু নানা আর্থ-সামাজিক এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা শ্রমবাজারে বেশিদিন টিকে থাকতে পারছে না। তাছাড়া একই কারণে তারা তাদের মধ্যেকার শ্রম সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারছে না। তাই জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিচারে শিল্প বাজেটটিও অনেক পেছনে পরে আছে।

৩.৫। শ্রম ও কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে নারীর দাবীর প্রতিফলন এবং এই ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতার ব্যাপ্তি

প্রতিটি কর্মক্ষম নারী ও পুর—ষের সমান অধিকার রয়েছে শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ করার। শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ একজন ব্যক্তির ক্ষমতায়নেরও একটি শক্তিশালী উৎপাদক। আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশের নারী গৃহ ও কৃষি শ্রমে পূর্ণভাবে নিয়োজিত। তারা বিভিন্ন কুটিরশিল্পেও ব্যাপকভাবে নিয়োজিত। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, একজন গ্রামীণ নারী প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা এসমস্ড় কাজে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশের নারী ক্ষমতায়িত নয়। তাদের এই দীর্ঘ শ্রম স্বীকৃত নয় যেহেতু এই দীর্ঘ শ্রমের বিনিময়ে তারা দৃশ্যত কোনো অর্থ উপার্জন করে না। সমাজ ধরে নিয়েছে নারীর‌্যান, খাওয়া, ঘুম ইত্যাদি কাজের মতো এই কাজগুলোও তাদের জন্য অবশ্য করণীয় কাজ। তাই শ্রম শক্তি জরিপে তারা অন্ড়র্ভুক্ত হয়নি এবং তারা শ্রমহীনভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই শ্রমহীন জনগোষ্ঠীকে শ্রমশক্তিতে আনয়নের জন্য গত তিন দশকে নানা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন দলিলে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকে পরিবার তথা দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (নারীর নিজস্ব উন্নয়ন প্রাধান্য পায়নি)। তাই নারীর নিয়োজন বৃদ্ধি করার জন্য গত এক দশকে জাতীয় বাজেটে ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক বেশকিছু পদক্ষেপ ছিল। গ্রামীণ ব্যাংক এবং অন্যান্য এনজিও ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে উপার্জনকারী কর্মে নারীর নিয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রপ্তানিমুখী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করার পর বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। শিল্পক্ষত্রে নিয়োজনের ক্ষেত্রে এই শিল্প একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে বাংলাদেশের নারীর কাছে। ২০০২-০৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য হতে দেখা যায় গত দুই দশকে ১৫ বৎসর এবং তার উর্ধের বয়সের পুর—ষদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার যেখানে প্রায় স্থির আছে ৮৭ শতাংশে সেখানে একই

বয়সের নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ১৯৯৫-৯৬ সালে ১৫.৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২-০৩ সালে ২৬.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-০৬ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা আরও একটু বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৯.২ শতাংশে। কিন্তু পুরুষদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার আবারও পূর্বের জায়গাতেই স্থির হয়ে আছে। তবে মহিলাদের যতটুকুই নিয়োগ হয়েছে তা সীমাবদ্ধ হয়েছে ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক কর্মে যার উচ্চ লাভজনকতা এবং প্রসারের সম্ভাবনা খুব কম। শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে স্বনিয়োজিত/নিজেই নিজের শ্রমিক (self-employment/ own account workers) শ্রেণিতে যারা অন্তর্ভুক্ত এবং যাদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (micro entrepreneur) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে শ্রমশক্তিতে তাদের অংশ ১৯৯৫-৯৬ সালে ৮.৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২-০৩ সালে ২৫.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ৮ বছরেরও কম সময়ে মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংখ্যা ৩ গুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ২০০৫-০৬ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা আর বৃদ্ধি পায়নি। বরং অনেকটা কমে গিয়েছে। কারণ ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে কর্ম সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

গত দুই দশকে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশ গ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেলেও নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে সামান্যই। কারণ নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে অলাভজনক শ্রমক্ষেত্রে। MDG'র লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে অকৃষি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। কিন্তু ২০০৫-০৬ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য হতে দেখা যায়, গত ১০ বছরে অকৃষি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে এবং কৃষি ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩ হতে দেখা যাচ্ছে, মৎস্য চাষেও নারীর অংশ গ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক দশকে বাংলাদেশে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষি ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে নারীর উপর ন্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু জমিতে মালিকানা না থাকার কারণে নারী এই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুফল পাচ্ছে না।

সারণি ৩

১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০০৫-০৬ সালে বিভিন্ন শ্রম ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে হ্রাস এবং বৃদ্ধির হার

শ্রম ক্ষেত্র	পুরুষ	নারী	উভয়ে
কৃষি, শিকার এবং বন	-৪.২৩	৯.৩২	-০.৩৩
মৎস্য চাষ	-৩.৭৪	১১৯.১৮	১.৬০
খনি	১৮.০৭	৯১.২৯	-২৪.৬৪
উৎপাদন শিল্প	১৪.১৮	-৮.৭০	৬.৩৫
পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ	-৬.৭৪	-২৭.৮৮	-৮.১২
নির্মাণ শিল্প	-০.৫৬	২.৩৫	-০.৩৭
পাইকারী ও খুচরা ট্রেড, মোটরযুক্ত যানবাহন সাড়ানো, মোটর	৪.৩৯	২৩.৪৮	৫.১৮
হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট	৭.৬৪	১৫.৬২	৮.১৪
পরিবহন, যোগাযোগ এবং স্টোরেজ সম্বন্ধীয় কর্মকাণ্ড	৯.৩৭	৩৮.২১	৯.৬৬
অর্থ ও মধ্যস্থতাকরণ (intermediations)	২৪.৩২	৮২.২৪	৩১.৪৯
স্থাবর সম্পত্তি, ভাড়া এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় কর্মকাণ্ড	৬.৮৬	১৬.২৬	৭.২০
জনপ্রশাসন এবং প্রতিরক্ষা	-৪.৮৪	৬.৯৬	-৩.৭১
শিক্ষা	৩.৬০	২.৫৫	৩.২৯
স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্র	-১২.২৮	-৫.৮১	-১০.৪৪
অন্যান্য সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং কমিউনিটি সেবা	১৩.৩৪	-১১.৮৫	০.৯৫
সকল ক্ষেত্র	১.৫২	৪.৬৩	২.২৩

উৎস: Labour Force Survey 2005-06।

মন্তব্য: - চিহ্নটি হ্রাস প্রকাশ করছে।

তবে গত দুই দশকে মহিলাদের নিয়োজন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেলেও তাদের অংশগ্রহণ পুরম্নষের অংশগ্রহণের চাইতে অনেক পেছেনে পরে আছে। আজ কর্মক্ষম পুরম্নষদের মধ্যে যেখানে শতকরা প্রায় ৮৭ জন কর্মে নিয়োজিত আছেন সেখানে কর্মক্ষম মহিলাদের মধ্যে এই সংখ্যা মাত্র ২৯ শতাংশের একটু বেশি। তাছাড়া আজ কর্মজগতে সৃষ্টি হয়েছে এক নুতন ধরনের জেন্ডার বৈষম্য। এই বৈষম্য দেখা গেছে কর্মজগতের বিভিন্ন সুবিধাভোগে, বিশেষ করে মজুরি, মজুরি বৃদ্ধি এবং পদোন্নতিতে এই জেন্ডার বৈষম্য ব্যাপক (Paul-Majumder and Begum 2006)। কর্মের ঝুঁকিভোগেও রয়েছে ব্যাপক জেন্ডার বৈষম্য যেহেতু গুটি কয়েক ঝুঁকিপূর্ণ এবং কম মজুরির পেশাগুলোতেই নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের পর নারীর কি কি প্রয়োজন হতে পারে সে সম্বন্ধেও কোনো চিন্ড়া ভাবনা করা হয়নি। শ্রমজগতের নিয়মকানুন রয়ে গেছে পূর্বের মতো যা কেবল পুরম্নষকে লক্ষ্য করেই গ্রহণ করা হয়েছিল। যার ফলে নারীর ব্যক্তি জীবনে নানা ধরনের ঝুঁকি যুক্ত হয়েছে। এসমস্ড় ঝুঁকির কারণে নারী কর্মজগতে টিকে থাকতেই পারে না। নানা শারীরিক এবং মানসিক পঙ্গুত্ব নিয়ে সে অতি শীঘ্র শ্রম বাজার হতে বিদায় নেয়।

এতদিন পর্যন্ড় কেবল নারীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করার জন্যই বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। কর্ম সহায়ক সুবিধাগুলোর সরবরাহ আছে কিনা, এবিষয়টি বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়নি এবং যার জন্য দেখা গেছে গত এক দশকের জাতীয় বাজেটে নারীর কর্ম সহায়ক সুবিধা প্রদানের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ গত কয়েক বছর ধরেই নারীগোষ্ঠী কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সহায়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বাজেটারী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী করে আসছিল। তাছাড়া নারী আরও দাবী করে আসছিল কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটারী পদক্ষেপ গ্রহণ, গণ-পরিবহণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিবহণ ব্যবস্থাকে নারীর ব্যবহারোপযোগী করতে প্রয়োজনীয় বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইত্যাদি। এই দাবীগুলোর কোনোটিই পূরণ হয়নি জাতীয় বাজেটে। এখানে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, শ্রম ও কর্মসংস্থান ক্ষেত্রটির বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীল করতে হলে কেবল নারীকে লক্ষ্য করে বেশকিছু বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে নারীকে পুরম্নষের সমপর্যায়ে তুলে আনার জন্য এবং শ্রম ক্ষেত্রের gender specific সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য। তাছাড়া শ্রম ক্ষেত্রটির বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল করার জন্য এই ক্ষেত্রে সৃষ্ট জেন্ডার বৈষম্য দূর করার জন্যও কার্যকর বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৬। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি সরবরাহ ক্ষেত্রে নারীর দাবীর প্রতিফলন এবং এই ক্ষেত্রের জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতার ব্যাপ্তি

গত তিনটি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি সহ গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপটি কার্যকর হলে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখবে। কেননা গ্রামগঞ্জ পর্যন্ড় বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে নারীর সময়ের উপর এক বিরাট ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং গ্রামীণ পুরম্নষের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ নারীর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে এবং সে সাথে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রের জাতীয় বাজেটটিকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে গত তিনটি অর্থবছরে গৃহীত বাজেটীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সবচাইতে বেশি জেন্ডার সংবেদনশীল পদক্ষেপটি হলো সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ সৌর প্যানেলের উপর প্রযোজ্য শুল্ক ৩ শতাংশ হতে হ্রাস করে শূন্য শতাংশ করার প্রস্ড়াবটি। এই প্রস্ড়াবটি বাস্ড়বায়িত হলে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখবে। গত তিনটি অর্থবছরে গৃহীত আর একটি

বাজেটীয় পদক্ষেপও অত্যন্ড় জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখবে। এই পদক্ষেপটি হলো এলপি গ্যাসের উপর প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা অব্যাহত রাখা। তাছাড়া রান্নার জ্বালানি হিসেবে এলপি গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি ও এর মূল্য ১৫ শতাংশ হ্রাস করার পদক্ষেপটি নারীর দাবীর প্রতিফলন। কারণ নারীগোষ্ঠী দাবী করেছিল নারীর জ্বালানি সংগ্রহের ভার লাঘবের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। নারীর জ্বালানি সংগ্রহের ভার লাঘবের জন্য পলণ্টী অঞ্চলে সুলভে সিলিন্ডার গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে উন্নয়ন বাজেটে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

তবে বস্ড়ি, গ্রাম ও শহরতলিতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পয়:নিষ্কাষন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নারীগোষ্ঠী যে দাবী করেছিল তার প্রতিফলন গত তিনটি অর্থবছরের বাজেটে পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া পলণ্টী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ এবং বস্ড়ি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবীটির প্রতিফলনও অতি সামান্যই পরিলক্ষিত হয়েছে। যার জন্য অন্যান্য ক্ষেত্রের বাজেটের মত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি সরবরাহ ক্ষেত্রের বাজেটটিও জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনের পথে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

৪। উপসংহার

এই প্রবন্ধের আলোচনা হতে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে আরও অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। তবে একটি আশার দিক হলো, সুশীল সমাজে এমনকি নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যা জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনের একক প্রভাবশালী হাতিয়ার তার গুরুত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে গত বছরের বাজেট বক্তৃতাগুলোতে অর্থ উপদেষ্টা জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। বক্তৃতাগুলোতে তিনি জেন্ডার অসমতা দূর করা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গত কয়েক বছরের জাতীয় বাজেট বিশেণ্ঢষণ করলে দেখা যায়, প্রতি অর্থবছরেই অধিক থেকে অধিকতর ব্যাপ্তিতে জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনের জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোও অধিক থেকে অধিকতর জেন্ডার সংবেদনশীল হচ্ছে। তাছাড়া জাতীয় বাজেটে লক্ষ্য এবং লক্ষ্য বাস্ড়বায়নের জন্য যে কৌশল গৃহীত হচ্ছে তাও অধিক থেকে অধিকতর জেন্ডার সংবেদনশীল হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও বর্তমান নিবন্ধের আলোচনা থেকে দেখা গেছে বাংলাদেশ জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে অনেক দূর পিছিয়ে আছে। নারীগোষ্ঠীকে আরও তৎপর হতে হবে। তবে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন বিষয়টি একটি আন্দোলনের মতো। গোটা সমাজ এই বিষয়টিতে সম্পৃক্ত না হলে কখনোই কার্যকরভাবে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হবে না। সমাজের সম্পৃক্ততার জন্য প্রয়োজন জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সম্বন্ধে গোটা সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করা যার জন্য একযোগে কাজ করতে হবে দেশের সরকার, এনজিও এবং সুশীল সমাজকে। এজন্য নারী গোষ্ঠীর আন্দোলন আরও সংহত এবং শক্তিশালী করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

পাল-মজুমদার, প্রতিমা (২০০৫): "বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা বাজেট ও নারীর ক্ষমতায়ন," বাংলাদেশ নারী প্রগতি সঙ্ঘ (BNPS) এবং ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (IED), জুন।

Paul-Majumder (2003): "Health Status of the Garment Workers in Bangladesh." Project Report series No. 01. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Paul-Majumder, Pratima (2007): "Factors Affecting Utilization Efficiency of Allocation Earmarked for Women's Development in the National Budget of Bangladesh." Bangladesh Nari Pragoti Sangha (BNPS) and Institute for Environment & Development (IED), May 2007

Begum, Sarifa and Paul-Majumder, Pratima (2008): "Social Assistance Programme for Destitute women in Bangladesh." Project Report No. 03. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), February.